ব্রিটেনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মসজিদের সহযোগিতা

সারে-জমিন

কাকদ্বীপে টানা বৃষ্টিতে হাসপাতাল চত্বর জলমগ্ন

রূপসী বাংলা

আজকের 'পোস্ট ট্রুথ' দুনিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি

সম্পাদকীয়

৭২ কেন্দ্রে একযোগে আল-আমীনের প্রবেশিকা পরীক্ষা

গ্রাম-বাংলা

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২ অক্টোবর, ২০২৩
১৪ আশ্বিন ১৪৩০
১৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

*Invitation price: RS. 3.00

৯৬ মিনিটের আত্মঘাতী গোলে লিভারপুলের হার

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 267 ■ Daily APONZONE ■ 2 October 2023 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মুজফফরনগর দাঙ্গায় বাড়ি লুণ্ঠনকারীরা বেকসুর খালাস

আপনজন ডেস্ক: ২০১৩ সালের মুজফফরনগর দাঙ্গায় লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত আটজনকে প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস দিয়েছে স্থানীয় আদালত। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অলকা ভারতী শনিবার আজাদপাল, জিতেন্দ্র, পারুল, বিকাশ, গৌরব, কুলদীপ, সঞ্জয় এবং মিথিলেশকে বেকসুর খালাস করার আদেশ জারি করেন। আদালত বলেছে, প্রসিকিউশন অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।আসামি পক্ষের আইনজীবী প্রদীপ কুমার মালিকে মতে, ২০১৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আকরাম একটি এফআইআর দায়ের করেছিলেন, যেখানে তিনি অভিযোগ করেছিলেন, দাঙ্গাকারীরা ফুগানা থানার লিসাধ গ্রামে তার বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। বিশেষ তদন্তকারী দল এই মামলায় নয়জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছিল। মামলা চলাকালীন অভিযুক্ত ঋষিপাল ২০১৬ সালে মারা যান। ২০১৩ সালের মুজাফফরনগর দাঙ্গায় ৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং হাজার হাজারের বেশি বাস্তুচ্যুত হয়েছিল যাদের সবাই মুসলিম। উল্লেখ্য, মুজাফফরনগর দাঙ্গায় অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে বিজেপি বিধায়ক সঙ্গিত পাত্রও জামিনে মুক্ত।

আবাস যোজনা বঞ্চিত পরিবারে শিশুমৃত্যুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গ্রেফতার দাবি

রাজ্যের বকেয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে: অভিষেক

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের এমজিএনআরইজিএ-র আওতায় একশো দিনের কাজে রাজ্যের পাওনা আটকে রাখার কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ও আবাস যোজনার টাকা আদায়ের দাবিতে দিল্লিতে ২ ও ৩ অক্টোবর প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার আগে রবিবার ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে টার্গেট করে সরব হলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ মানুষ বার বার চাক্ষুষ করেছে । কিন্তু কেন্দ্রের বর্তমান সরকার বিগত সাড়ে ৯ বছর ধরে যারা ক্ষমতায় আছে তারা সমস্ত লিমিট অতিক্রম করে ফেলছে । মানুষের রাস্তার টাকা বন্ধ, জলের টাকা, কলের টাকা বন্ধ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার টাকা বন্ধ, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা বন্ধ, একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ, আবাসের টাকা বন্ধ । ২০ হাজার কোটি টাকা খরচা করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হবে, আর দেড় লাখ টাকা করে মানুষের টাকা বন্ধ থাকবে ? এটা কী বাড়ির টাকা? এ কোথাকার দ্বিচারিতা ? কোথাকার একনায়কতন্ত্র ? কোথাকার স্বৈরাচারীতা ? এটা বেশি দিন চলতে পারে না ।'

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা প্রকল্পের সুযোগ না পাওয়া পরিবারের মাটির ঘরের দেওয়াল ধসে তিন শিশুর মৃত্যুর জন্য কাঠগড়ায় তোলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ

সিংকে। শিশু মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করে গ্রেফতারের দাবি জানান। উল্লেখ্য, শনিবার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার বাকাদহ বোড়ামারা বোরামারা গ্রামে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, যেখানে খেলার সময় মাটির বাড়ির দেয়াল ধসে তিন নিরীহ শিশুর মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুর জন্য অভিষেক প্রশ্ন তোলেন এই নিষ্পাপ শিশুদের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

এদিন অভিষেক জানান, বোড়ামারা গ্রামের চারজন লোক আজ এখানে আমার সাথে আছে। বোড়ামারা গ্রামের ঘটনাটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ছাতনায় মাটির দেয়াল ধসে ৬৮ বছর বয়সী এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে বীরভূমের লাভপুরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, গিরিরাজ সিং এবং বাংলার বিজেপি নেতারা এই মৃত্যুর জন্য দায়ী।

তৃণমূল কংগ্রেস বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং সংসদীয় কেন্দ্র দুটিতেই হেরেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করুন কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে কিনা। অভিষেকের মতে, রাজনৈতিক লড়াই শুধু নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অভিষেক বলেন, আমরা যখন নিশ্চিত করেছিলাম যে বাংলার প্রতিটি বাসিন্দা আমাদের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা পান, তখন বিজেপি বাংলায় হেরে যাওয়ায় উন্নয়নের জন্য তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলার বিজেপি নেতাদের কটাক্ষ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা চিঠি লিখে কেন্দ্রের কাছে বাংলার তহবিল বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। আজ তাদের হাতে রক্ত। তদন্ত হওয়া উচিত এবং গিরিরাজ সিং সহ সবাইকে গ্রেপ্তার করা উচিত। অভিষেক জানান, মৃত শিশুদের বাবা-মাও এমজিএনআরইজিএ মজুরি থেকে বঞ্চিত। এই জব কার্ডধারীরা মাত্র এক জোড়া জামাকাপড় নিয়ে দিল্লি যেতে প্রস্তুত। তাদের অধিকার ও ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ায় আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। অভিষেকের অভিযোগ, প্রায় ১৫-২০ দিন আগে আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের বলেছিলেন যে তিনি বৈঠকের জন্য উপলব্ধ নন এবং তৃণমূল নেতাদের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে দেখা করতে পারবেন না। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজের সঙ্গে বৈঠকের জন্য চার বিজেপি সাংসদকে দিল্লিতে ডাকা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে তিনি দিল্লিতে রয়েছেন এবং তৃণমূল নেতা বা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করতে চান না। তার বদলে তিনি বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা করছেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রতি তাদের সৎমায়ের মনোভাব আবারও উন্মোচিত হল। অভিষেক বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং যখন বলছেন যে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে, তখন বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, তিনি একবার ফোন করলেই এই তহবিলগুলি দেওয়া হবে। প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন? উচ্চ আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু আমরা এ বিষয়ে বিচার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি রাজ্য সরকারকে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, 'যারা ক্ষমতায় আজ রয়েছে তারা ভাবছে আমরা ক্ষমতায় অনন্তকাল ধরে থাকব । তাদের কিন্তু ক্ষমতায় এনেছে মানুষ । মানুষকে যদি এরা পণ্য ভাবে, যে ভোট নিয়ে মানুষকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে মানুষকে বিভ্রান্ত করব, মানুষকে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত, শোষিত করে রাখব, অপমানিত, অবহেলিত করে রাখব, তাহলে মানুষ কিন্তু জবাব দেবে। ২০,০০০ কোটি টাকা খরচ করে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু মানুষ ১.৫ লক্ষ টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, যা আবাস যোজনার জন্য ব্যবহার করার কথা ছিল। এটা একনায়কতন্ত্র। বঞ্চনার এই রাজনীতি চলতে পারে না। তাই এই লড়াই ২ এবং ৩ অক্টোবরের বিক্ষোভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তবে তহবিল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

পুরনো পেনশন প্রকল্প চালুর দাবিতে কেন্দ্র বিরোধী বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: পুরাতন পেনশন স্কিম পুনরুদ্ধারের দাবিতে রবিবার সারা দেশ থেকে হাজার হাজার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী রামলীলা ময়দানে জড়ো হন, বেশ কয়েকটি বিরোধী দলও বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানিয়েছে। আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং, হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুদা, তাঁর কংগ্রেস সহকর্মী অরবিন্দর সিং লাভলি, সন্দীপ দীক্ষিত ও উদিত রাজ, বহুজন সমাজ পার্টির সাংসদ শ্যাম সিং যাদব এবং কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত এই সমাবেশে যোগ দেন। জয়েন্ট ফোরাম ফর রিস্টোরেশন অফ ওল্ড পেনশন স্কিম (জেএফআরওপিএস) এবং ন্যাশনাল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ অ্যাকশনের (এনজেসিএ) ব্যানারে জড়ো হওয়া বিক্ষোভকারীরা বলেছেন যে তারা অবসর পরবর্তী ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন। ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারির পর সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়া কর্মীরা নতুন পেনশন স্কিমের তীব্র বিরোধিতা করছেন। অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের জাতীয় আহ্বায়ক এবং সাধারণ সম্পাদক শিব গোপাল মিশ্র বলেন, "অবসর গ্রহণের পরে তারা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন কারণ তারা পুরানো পেনশন স্কিম থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং নতুন পেনশন স্কিমে বাধ্য হয়েছেন। মহাসমাবেশে আয়োজকরা দাবি করেন, ২০টি রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা এই সমাবেশে অংশ নিচ্ছেন।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, যে দল পুরাতন পেনশন স্কিম পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় আনা উচিত।

বিক্ষোভকারীরা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ও 'কর্মচারী একতা জিন্দাবাদ' স্লোগান দেয়।

"আমরা পুরানো পেনশন স্কিম (ওপিএস) ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছিলাম এবং আমরা আমাদের সংগ্রামের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি রাজ্যে সফলভাবে ওপিএস ফিরিয়ে এনেছি।

"আমাদের দল বিশ্বাস করেছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এটি (ওপিএস) অনুমোদন করে তবে এর দায় রাজ্য সরকারের উপর থাকবে না। ন্যাশনাল মুভমেন্ট ফর ওল্ড পেনশন স্কিমের নেতা বিজয় কুমার বন্ধু পিটিআই ভিডিওকে বলেন, "এই কারণেই আমরা দিল্লির রামলীলা ময়দানে (প্রতিবাদ জানাতে) এসেছি। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল এবং দলের অন্যান্য নেতারা বলেছেন যে কেন্দ্রে তাদের সরকার গঠিত হওয়ার সাথে সাথে তারা সারা দেশে ওপিএস প্রয়োগ করবে।

মিয়া মুসলিদের ভোট ১০ বছর দরকার নেই, মন্তব্য হিমন্ত বিশ্বশর্মার

আপনজন ডেস্ক: আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রবিবার বলেছেন, বাল্যবিবাহের মতো প্রথা বাদ দিয়ে নিজেদের সংস্কার না করা পর্যন্ত আগামী ১০ বছরের জন্য বিজেপির 'চর' এলাকার 'মিয়া' জনগণের ভোটের প্রয়োজন নেই। শর্মা অবশ্য বলেন, 'মিয়া' জনগণ তাঁকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপিকে সমর্থন করে এবং তারা তাদের ভোট না দিয়ে গেরুয়া ব্রিগেডের পক্ষে স্লোগান দিতে পারে।

বিজেপি জনকল্যাণ করবে এবং তারা আমাদের সমর্থন করবে, কিন্তু তাদের আমাদের ভোট দেওয়ার দরকার নেই। আমাদের সমর্থন করার কোনো ক্ষতি নেই। তাঁদের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির জন্য 'জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে দিন। 'মিয়া' শব্দটি বাংলাভাষী মুসলমানদের বোঝাতে ব্যবহৃত একটি স্ল্যাং। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যখন নির্বাচন আসবে, আমি নিজেই তাদের অনুরোধ করব আমাদের ভোট না দেওয়ার জন্য। আপনি যখন পরিবার পরিকল্পনা অনুসরণ করবেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করবেন এবং মৌলবাদ ত্যাগ করবেন, তখন আপনারা আমাদের ভোট দেবেন।

এগুলো শেষ করতে ১০ বছর সময় লাগবে। আমরা ১০ বছর পর ভোট চাইব, এখন নয়।

তিনি বলেন, যারা তাঁর এবং বিজেপির পক্ষে ভোট দিয়েছেন তাদের দুই বা তিনটির বেশি সন্তান থাকা উচিত নয়, তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে হবে, বাল্যবিবাহে লিপ্ত হতে হবে না এবং মৌলবাদ ত্যাগ করে সুফিবাদ গ্রহণ করতে হবে। শর্মা সাংবাদিকদের বলেন, "যখন এই শর্তগুলি পূরণ হবে, তখন আমি ভোট চাইতে আপনার সাথে 'চরে' যাব। বাংলাভাষী মুসলমানদের অধ্যুষিত অনেক চরে যথাযথ বিদ্যালয় নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের এলাকায় বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব না থাকার বিষয়ে তাকে অবহিত করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্কুল স্থাপন করা হবে। "এটা হতে পারে না যে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার সুযোগ পাবে না। আগামী দিনে আমরা সংখ্যালঘু এলাকায় সাতটি কলেজ খুলব।

সাম্প্রদায়িকতা শান্তি, ঐক্য এবং উন্নয়নেরও শত্রু: আরশাদ মাদানি

আপনজন ডেস্ক: কাশ্মীর থেকে মণিপুর পর্যন্ত ভয়ের পরিবেশ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানি বলেছেন, দেশের মানুষ বর্তমানে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশে বাস করছে। যদি এই পরিবেশ দূর না করা হয় তবে এটি দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রমাণিত হবে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজস্থানের সাধারণ সভায় জারি করা এক বার্তায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রবীণরা এমন একটি ভারতের স্বপ্ন দেখেননি যেখানে দেশের মানুষ ঘৃণা, ভয় ও সন্ত্রাসের ছায়ায় থাকে। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীনরা ভয়-ভীতির রাজনীতিকে তাদের মূলমন্ত্রে পরিণত করেছে, তবে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, সরকার ভয়-ভীতি দিয়ে নয়, ন্যায় ও ন্যায্যতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মাওলানা মাদানি ঘৃণা নির্মূলের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগুন দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলা যায় না। আজকের পরিবেশে ভালোবাসাই একমাত্র কার্যকর অস্ত্র যার সাহায্যে আমরা ঘৃণাকে পরাজিত করতে পারি। দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসার বাস্তব প্রমাণ আমরা প্রতিটি অনুষ্ঠানে দিয়েছি। এটাই আমাদের দেশ, আমাদের প্রবীণদের মহান আত্মত্যাগের ফলে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য এই মুষ্টিমেয় সাম্প্রদায়িক উপাদানের হাতে আমাদের প্রবীণদের মহান আত্মত্যাগ নষ্ট হতে না দেওয়া। তিনি বলেন, আমাদের শান্তি ও ভালবাসার সমর্থক হওয়া উচিত। তাই আমাদের বিয়ে ও অন্যান্য

অনুষ্ঠানে অন্যান্য ধর্মের ভাই-বোনদের আমন্ত্রণ জানানো দরকার। পাশাপাশি তাদের সুখ-দুঃখকে আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে অংশ নেওয়া উচিত, তারা ডাকুক বা না ডাকুক। পুরনো ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে এই ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হবে। তিনি আরও বলেন, যারা ঘৃণার আগুন দিয়ে দেশের শান্তি ও ঐক্য ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। অতীতের কথা উল্লেখ করে মাওলানা আরশাদ মাদানী বলেন, আলওয়ারের একটি অঞ্চলটি মেওয়াতের সাথে যুক্ত। জুলাই মাসে নুহ এবং আশেপাশের অঞ্চলে কী ঘটেছিল তা আপনারা সকলেই ভাল করেই জানেন। আমাদের সমাজে এমন কিছু শক্তি রয়েছে যারা শান্তি ও ঐক্যের শত্রু। কারান, তরবারি ও অস্ত্র বহন করে উস্কানি দেওয়ার কী দরকার ছিল? এ থেকে স্পষ্ট যে, তাদের উদ্দেশ্য শোভা যাত্রা বের করা নয়, বরং এই অঞ্চলের শান্তি ও ঐক্যকে বিঘ্নিত করা। মাদানির মতে, যখন বিশ্বের প্রতিটি ধর্ম মানবতা, সহিষ্ণুতা, ভালবাসা ও সংহতির বার্তা দেয়, তাই যারা ঘৃণা ও সহিংসতা উস্কে দেওয়ার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে তারা তাদের ধর্মের প্রকৃত অনুসারী হতে পারে না। জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শান্তি, ঐক্য এবং সাম্প্রদায়িক সদিচ্ছার বার্তাবাহক বলে মাদানির দাবি।

তিনি আরও বলেন, শান্তি ও ঐক্য ছাড়া কোন দেশ অগ্রগতি করতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ কেবল শান্তি ও ঐক্যের শত্রু নয়, উন্নয়নেরও শত্রু। দাঙ্গাবাজদের হয়তো ভালো ধারণা থাকতে পারে যে তারা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে তাদের মানসিকভাবে দুর্বল করছে, কিন্তু এটি তাদের ভুল ধারণা। দাঙ্গা কোন সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না, বরং দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতির ক্ষতি করে। উল্লেখ্য, মাওলানা মাদানী অসুস্থতার কারণে জমিয়তে উলামা রাজস্থানের প্রাদেশিক সভায় যোগ দিতে পারেননি, তবে তার প্রেরিত বার্তার মাধ্যমে তার উপস্থিতি রেকর্ড করেছিলেন। বার্তাটি পাঠ করেন মাওলানা রশীদ। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নাজিম জেনারেল মুফতি মুহাম্মদ মাসুম সাকিব, মাওলানা সৈয়দ ইজহার মাদানি বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন জমিয়তে উলামা রাজস্থানের সভাপতি মাওলানা হাসান মাহমুদ।

GREEN MODEL ACADEMY
TOMORROW EDUCATION
Govt Regd no:
IV 02099115

আমাদের অঙ্গীকার সুশিক্ষার প্রসার

গ্রিন মডেল অ্যাকাডেমি

Run By: আব্বাসিয়া এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

একটি আদর্শ আবাসিক অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভর্তি চলছে, যোগাযোগ করুন

বিস্তারিত জানতে 7001167827 / 9434972805

এছাড়া ভর্তির জন্য অ্যাকাডেমি ওয়েবসাইটে লগ ইন করুন:
www.greenmodelacademy.in

অ্যাকাডেমির বৈশিষ্ট্য

M.CAT এর অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা পঠনপাঠন, স্বাস্থ্যকর নির্মল পরিবেশ।

- স্বাস্থ্যসম্মত আহার
- বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও বিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব
- ২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা নজরদারি
- কম্পিউটার ও অডিও ভিজুয়াল শিক্ষা ব্যবস্থা

পৃথক বয়েজ ও গার্লস হস্টেল

বিঃ দ্রঃ- মেধাবী দুস্থ, এতিম ছাত্র ও ছাত্রীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য মেধাবী ছাত্র / ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে

ইসহাক মাদানি পরিচালিত

শারাফনগর (ত্রিমোহিনী) রাজপুত তেঘরি, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

ফোন নং: 7001167827 / 8145862113 / 6294595758 / 9832248082 , Email: dilkhosedu@gmail.com

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ২৬৭ সংখ্যা, ১৪ আশ্বিন ১৪৩০, ১৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

দরকার কী?

যাহারা সত্য জানেন, তাহাদের যদি সত্য বলিবার অবস্থা বা পরিবেশ না থাকে, তাহা হইলে অধিক কথা না বলাই শ্রেয়। তাহারা এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হৈমন্তী’ গল্প হইতে শিক্ষা লইতে পারেন। এই গল্পে হৈমন্তীর কোনো-এক দিদিমা শাশুড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।’ হৈমন্তী বলিল, ‘সতেরো।’ সেইকালে কনের বয়স সতেরো বছর হওয়াটা মানে সেই কনে আইবুড়ো। সেই কারণে অন্যদের নিকট হৈমন্তীর বয়স লুকাইতে তাহার শাশুড়ি বলিলেন, ‘তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো!’ হৈম চমকিয়া কহিল, ‘বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।’ ইহা লইয়া বিস্তর ঝামেলা হইল। অতঃপর হৈমন্তীর বাবা আসিলে তাহার নিকট প্রশ্ন করিল, ‘কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?’ হৈমন্তীর বাবা বলিলেন, ‘মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো—আমি জানি না…।’
এইখানে হৈমন্তীর ‘বয়স’ হইল ‘নির্বাচন’—যাহা লইয়া সত্য উচ্চারণ করাটা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভব নহে। আর সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব নহে বিধায় হৈমন্তীর বাবার উপদেশ মতো বলিতে হয়—মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, কথা বরং কম বলা ভালো। যেই সত্য আড়াল করিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গে কথা বলাটাই বিপজ্জনক। কারণ, সুরা আল-বাকারায় ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে—‘তোমরা সত্যকে মিথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।’
দুঃখের বিষয় হইল, নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রায়শই সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত করা হইতেছে এবং অনেকেই জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিতেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দশকের পর দশক ধরিয়া বেশ গালভরা একটি বুলি আওড়ানো হয় যে, ‘নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হইবে।’ কিন্তু বাস্তবতা হইল, নির্বাচনে কত ধরনের সহিংসতা হইতে পারে, তাহার যেন নূতন নূতন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে বহু দশক ধরিয়া। কিছুদিন পূর্বে রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি জেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছিল, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়ির বহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল—‘যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।’ স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তোলা যায়—এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত?
সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনকে যখন বলা হয়, ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ হইয়াছে—তখন উহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কী? এই চিত্র নূতন নহে—দশকের পর দশক ধরিয়া হইয়া আসিতেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এই সকল দেশে কী ধরনের নির্বাচন হয়, তাহা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না হইলেও যাহারা স্থানীয় পর্যায়ে চোখ-কান খোলা রাখেন, যাহারা ভোটের সহিত যুক্ত কিংবা যাহারা বিভিন্ন দলের কর্মী—তাহারা সকলেই জানেন দশকের পর দশক ধরিয়া কী ধরনের এবং কেমনতর ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত যখন আবেগের আতিশয্যে বলা হয়, অমুকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, তমুকের জনপ্রিয়তার গভীরতা হার মানাইবে বঙ্গোপসাগরকেও, তখন তাহাদের কথা শুনিয়া ওয়াকিবহাল মহল মুখ টিপিয়া হাসিতে বাধ্য হন। কারণ, এই ধরনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা যাহারা বলেন তাহারা কখনো সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেন নাই বিধায় মনের মাধুরি মিশাইয়া কল্পবিলাসী কবির মতো নিজের লিডারকে অস্বাভাবিক বিশেষণে ভূষিত করিতে লজ্জা পান না।
অতএব এই সকল দেশে সঠিক নির্বাচনের কথা বলা উচিত নহে। এই বিষয়ে কথা না বলাই উত্তম। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, ‘সুষ্ঠু নির্বাচনের’ কথা শুনিলেই অনেকের মনে ঢাকাইয়া কুট্টিদের কথাটি গুঞ্জরিত হয়—‘আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!’ যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী?

• • • • • • • • • • • •

আজকের ‘পোস্ট ট্রুথ’ দুনিয়ায় কতটা কার্যকরী মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি?

আজকে যখন চলছে ‘পোস্ট-ট্রুথ’-এর রমরমা, তখন ফের সেই প্রশ্নটাই করতে ইচ্ছে করে: মহাত্মার সেই সনাতন আত্মা কি আজ একটুও বেঁচে রয়েছে? মহাত্মা গান্ধী দুটি নীতি দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিলেন- ‘অহিংসা’ এবং ‘সত্য’- এবং এই দুটি নীতিকে তিনি এক পরিপূর্ণ অর্থ দিয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদের হেতু ব্যবহার করেছিলেন। লিখেছেন **শশী থারুর**।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যরাত্রে তার অবিস্মরণীয় ‘ট্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি’ ভাষণে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মহাত্মার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, উনি ভারতের সনাতন আত্মার প্রতিনিধি যার মন্ত্র মনে রাখবে আগামীদিনের প্রজন্ম। নেহরুর ভাষণের ঠিক পাঁচ মাস পরে- ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি- এক উগ্র হিন্দুবাদীর হাতেই এই মহান আত্মার মৃত্যু ঘটে। যে দেশের প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি সবচেয়ে বেশি শ্রমদান করেছিলেন, সেই দেশের রাজধানীতেই তার দুর্ভাগ্যজনক অন্তিম পরিণতি ঘটে।
আজকে যখন চলছে ‘পোস্ট-ট্রুথ’-এর রমরমা, তখন ফের সেই প্রশ্নটাই করতে ইচ্ছে করে: মহাত্মার সেই সনাতন আত্মা কি আজ একটুও বেঁচে রয়েছে?
মহাত্মা গান্ধী দুটি নীতি দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিলেন- ‘অহিংসা’ এবং ‘সত্য’- এবং এই দুটি নীতিকে তিনি এক পরিপূর্ণ অর্থ দিয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদের হেতু ব্যবহার করেছিলেন। পরে মহাত্মার উপরে তৈরি অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র ‘গান্ধী’-র বিভিন্ন পোস্টারেও বলা হয় যে যে তার সাফল্য পৃথিবীতে এক চিরকালীন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। আমি কিন্তু এই অবস্থানের সঙ্গে একমত নই।
একথা অনস্বীকার্য যে, মহাত্মা গান্ধী বিশ্বের প্রথম অহিংস স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের এক অনন্য নেতা ছিলেন। একই সঙ্গে, নিজের নানা বিশ্বাস ও ধারণাকে বাস্তব জীবনে সফল করার চেষ্টায় রত এক দার্শনিকও ছিলেন গান্ধীজি। তা ব্যক্তিগত উন্নয়নার্থে হোক বা সামাজিক বদলের উদ্দেশ্যে, মহাত্মার এই নিরন্তর প্রয়াসে কোনোদিন কোনো ক্লান্তি ছিল না। আর সেজন্যই হয়তো তার আত্মজীবনীর নাম ‘দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ’। পৃথিবীতে এমন কোনো অভিধান নেই যা ‘সত্য’-র অর্থকে মহাত্মার মতো গভীরে গিয়ে অনুধাবন করেছে। গান্ধীর কাছে সত্যের ভিত ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। সেই সত্য যে শুধু নিখুঁত তা-ই নয়, পাশাপাশি ন্যায্য এবং ঠিক। সত্যের কাছে পৌঁছতে হলে অসত্য এবং অন্যায়ের আশ্রয় নিলে (যার মধ্যে পড়ে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অবস্থান নেওয়াও) কোনোদিনই সেই লক্ষ্যে সফল হওয়া যাবে না।
নিজের সত্য অনুধাবনের পথকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গান্ধী ‘সত্যাগ্রহ’ কথাটির সূচনা করেন। ‘সত্যাগ্রহ’-এর অর্থ, সোজাসুজি বললে ‘সত্যের সঙ্গ দেওয়া’ অথবা, মহাত্মা নিজে যেভাবে তার বিবরণ দিয়েছেন- সত্যের শক্তি, প্রেমের

শক্তি এবং আত্মার শক্তি।
মহাত্মা সত্যাগ্রহকে বর্ণনা করতে ইংরেজি ‘প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স’ কথাটির প্রয়োগ পছন্দ করতেন না। কারণ তার মতে, সত্যাগ্রহের মধ্যে ‘প্যাসিভ’ বা নিষ্ক্রিয়তা নয়, রয়েছে সক্রিয়তার প্রয়োজন। দেশের জনক মনে করতেন, যদি কেউ সত্যের প্রতি আস্থাশীল এবং যত্নবান হয়, তাহলে সে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না কখনোই। সত্যের পক্ষে লড়তে তাকে সক্রিয়ভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে, নচেৎ নয়। গান্ধীর অহিংসা তাই অসহযোগ বা ‘অ’জোট বা নির্জোট-এর মতো শুধুমাত্র একটি বিরোধী ধারণাতেই নিবদ্ধ নয়- অর্থাৎ সহযোগের বিরুদ্ধে অসহযোগ বা জোটের বিরুদ্ধে নির্জোট-এর মতো অহিংসা অর্থ হিংসার বিরুদ্ধতার মধ্যেই থেমে থাকে না। অহিংসার অর্থ একপ্রকার সত্যের প্রতিষ্ঠা করা- বিরোধীকে বেদনা দিয়ে নয়, নিজেকে কষ্ট দিয়ে। গান্ধীর দর্শন বলে নিজের বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ়তা দেখানোর হেতু যদি স্বেচ্ছায় শাস্তি মাথা পেতে নিতে হয়, তবে তা করতেও পিছপা হওয়া অনুচিত। তার এই চিন্তাকেই মহাত্মা গান্ধী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজে লাগিয়েছিলেন, এবং সুফলও পেয়েছিলেন। যেখানে উগ্রপন্থা বা নিয়মতন্ত্র দেশের স্বাধীনতা আনতে সফল হয়নি, সেখানে গান্ধী এক অন্য উপায় বের করেন। সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে যান স্বাধীনতার ন্যায্যতার প্রশ্ন নিয়ে এবং তার এই লড়াইয়ের কোনো জবাব ব্রিটিশের কাছে ছিল না। অহিংসার আশ্রয় নিয়ে, তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়ে, অনশন ধর্মঘট ইত্যাদি করে গান্ধী তার বিরোধীদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিজের নীতি-বিশ্বাসের পাশে থাকতে তিনি যেকোনো দূরত্বে যেতে রাজি ছিলেন। তার এই দৃঢ় সংকল্পের সামনে প্রবল পরাক্রমী ব্রিটিশও শেষপর্যন্ত থমকে দাঁড়ায়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র একবার গান্ধীর উপরে একটি বক্তৃতায় যোগদান করেন; তার উপরে আধডজন বইও কেনেন এবং সত্যাগ্রহকে নীতি এবং প্রণালী- দুই হিসেবেই গ্রহণ করেন। ভারতের বাইরে যদি কেউ অহিংসাকে স্বার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে থাকেন, তবে তা এই কৃষ্ণাঙ্গ নেতা।
লুথার ঘোষণা করেন, “ঘৃণা জন্ম দেয় ঘৃণাকে। হিংসা জন্ম দেয় হিংসাকেই। আমাদের ঘৃণার জবাব দিতে হবে আত্মার শক্তি দিয়ে”। তিনি এও বলেন যে, তাদের যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, তার অনুপ্রেরণা হিসেবেও তারা দেখেন গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধকেই। ২০১১ সালে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ভারতের সংসদে তার বক্তব্য রাখতে গিয়েও বলেন যে, যদি এই পৃথিবীতে গান্ধীজির মতো মানুষের আগমন না ঘটত, তাহলে তার মতো মানুষের রাষ্ট্রপতি হওয়ার খোয়াব চিরকাল খোয়াবই থেকে যেত।
সুতরাং, গান্ধীর মতবাদ যে যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশকেও প্রভাবিত করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে গান্ধীবাদের সাফল্যের খুব বেশি নিদর্শন আজকাল দেখা যায় না। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় উত্তর-উপনিবেশ যুগ। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশই আছে, যাদের স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে ছিল হিংসাত্মক সংগ্রাম। বহু ক্ষেত্রে মানুষ পিষ্ট হয়েছে সামরিক শক্তির পায়ের তলায়; ঘরদোর হারিয়ে তাদের দেশ থেকে পলায়ন করতে হয়েছে; অহিংসার নীতি তাদের কোনো সাহায্যেই আসেনি। আসলে অহিংসার নীতি তাদের বিরুদ্ধেই সফল হয় যাদের মনে নৈতিক পরাজয়ের ভীতি রয়েছে; যাদের ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু গান্ধীর জীবদ্দশাতেও তার অহিংসার নীতি হিটলারের জার্মানির নির্মম দমন-পীড়নের হাত থেকে ইহুদিদের বাঁচাতে সফল হতো না; হয়ও নি।
গান্ধীর অহিংসার মৌলিক চিন্তা হচ্ছে: “তুমি যে ভুল, সেটা প্রমাণিত করতে আমি নিজেকে শাস্তি দিতেও রাজি।” কিন্তু, ঘটনা হচ্ছে, যদি সেই বিরোধী তাদের ভুল বুঝতে বিন্দুমাত্রও আগ্রহী নয় এবং উল্টো চায় তাদের সঙ্গে অসম্মতি দেখানো বিরোধীদের শাস্তি দিতে, তাদের উপরে অহিংসবাদী আন্দোলনের কোনো প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম। যদি কেউ তাদের ভুল প্রমাণ করার জন্যে নিজে কষ্ট সহ্য করতে রাজি থাকে, তবে তা তাদের কাছে জয়েরই সমান।
তাই যখন নেলসন ম্যান্ডেলার মতো বিশ্ববরেণ্য নেতা একদিকে আমাকে বলেছিলেন যে গান্ধী চিরকালই এক বড় অনুপ্রেরণা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইতে অহিংসাকে অস্ত্র করতে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন, আমি আশ্চর্য হইনি।
একথা আজ দুঃখের হলেও সত্যি যে, সংগঠিত হিংসার কার্যকারিতা আজ অহিংসার চেয়ে বেশি। গান্ধীজির প্রয়াণের পর যুদ্ধ এবং সংঘর্ষে দুই কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। বিশ্বের একাধিক দেশে (যার মধ্যে গান্ধীর নিজের ভালোবাসার ভারতও রয়েছে) আজ সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে সামরিক খাতে। বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি আজ যে হারে পরমাণু অস্ত্র মজুদ করেছে তার ক্ষমতার কাছে গান্ধীর জীবৎকালে হিরোশিমায় বিস্ফোরিত অ্যাটম বোমাটি নেহাতই শিশু। অথচ হিরোশিমায় ঘটে যাওয়া সেই ভয়ঙ্কর মানবনিধন কাণ্ড গান্ধীজিকে চূড়ান্ত আহত করেছিল। ২৬/১১-তে মুম্বাইতে সন্ত্রাসবাদী হামলার মতো সীমান্ত-লঙ্ঘনকারী সন্ত্রাসের জবাবে যদি আজ মহাত্মার মতো অনশন প্রতিবাদ করা হতো, তাতে অপরাধীদের মনে বিন্দুমাত্রও নৈতিক সংকটের উন্মেষ ঘটতো না।
নৈতিকতাকে বাদ দিলে গান্ধীবাদের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মার্ক্সবাদে যেমন প্রলেতারিয়েতের গুরুত্ব, তেমনই গান্ধীবাদে নৈতিকতার। কিন্তু গান্ধীর পথে চলার প্রতিশ্রুতি যারা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে তার রাজনৈতিক প্রণালীর যথার্থতা কিন্তু খুব কমই দেখা গিয়েছে। জবরদস্তি হরতাল, লোকদেখানো অনশন ধর্মঘট বা ‘রিলে ফাস্ট’ বা পালাবদলের অনশন বা ধর্না- এসবের বাড়াবাড়ি দেখলে বোঝা যায় যে, আজ আমরা গান্ধীজির সত্যের ধারণার থেকে কতটা দূরে সরে গিয়েছি।
তবে এই সমস্ত ভড়ংবাজির জন্যে গান্ধীর মাহাত্ম্য খর্ব হয়েছে তা বলা চলে না। তার জীবনের স্বার্থকতা; তার বার্তার মৌলিকতা আজও প্রাসঙ্গিক। যেই সময়ে পৃথিবী জুড়ে ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদ, হিংসা এবং যুদ্ধের ভয়াল ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে, তখন গান্ধী আমাদের শিখিয়েছিলেন সত্য, অহিংসা এবং শান্তির মতো জগৎজয়ী ধারণাগুলোর গুরুত্ব।
উপনিবেশবাদ এবং তার প্রধান চালিকাশক্তি বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে তিনি সফলভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তার দৃঢ়তা এবং সাহসের সাথে পা মিলিয়ে চলেছে এমন মানুষের দেখা খুব বেশি মেলে না। গান্ধীজি ছিলেন এমন একজন নেতা, যিনি কোনোদিন ক্ষুদ্র সমর্থন ছুঁতে পারেননি।
গান্ধীর সত্য ছিল তার নিজস্ব। তিনি তার রচনা এবং প্রয়োগ করেছিলেন একটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। আজকের দিনে গান্ধীর মাহাত্ম্য বোঝার মতো মানুষ খুব কমই রয়েছে। যদিও গান্ধীর চিন্তার মৌলিকতা এবং তার জীবন কাহিনী পৃথিবী শুদ্ধ মানুষকে আজও উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু তার জয় দুনিয়াকে বরাবরের জন্যে বদলে দিয়েছে, সেকথা বোধহয় বলা যাবে না। আজকের যেই ‘পোস্ট-ট্রুথ’ বিশ্বে আমার বাস করি, তাতে নিজের সাফল্য নিয়ে স্বয়ং মহাত্মাও কতটা নিশ্চিত থাকতেন, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।
মতামত লেখকের নিজস্ব...

ভারতীয় গণ-জাগরণের প্রাণপুরুষ, বাপুজী আজও অম্লান

এম ওয়াহেদুর রহমান

পরাধীন ভারতের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা-যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ওরফে ‘মহাত্মা গান্ধী ‘কিংবা ‘বাপুজী ‘। তিনি দিশেহারা পথভ্রান্ত মানুষ কে দীক্ষিত করেছিলেন নবজীবনের মহামন্ত্রে। ভারতের আপামর জনতা কে তিনি জাতীয়তাবোধের প্রবল উন্মাদনায় মাতিয়ে তুলেছিলেন। নব জাগ্রত জাতির হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন এক অমোঘ অস্ত্র - ‘অহিংসা ‘। তিনি রক্তের বদলে রক্ত চান নি কিংবা আঘাতের প্রত্যুত্তরে প্রত্যাঘাতের কথা ও বলেন নি। তিনি চেয়েছিলেন আত্মত্যাগের মহানব্রতে দেশবাসী কে উদ্বুদ্ধ করতে। তাঁর অহিংসা দুর্বলের মুখোশ নয়, নয় ভীরুর নিরুপায় হুংকার, এ এক দুর্জয় শক্তি সাধনা। তিনি বিশ্বাস তথা অহিংসা নীতির ভিত্তিতেই শতাব্দী প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন সর্বোপরি ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তিনি ক্ষমতার অলিন্দে না থেকে ও আজও হাজার হাজার মানুষের মনের গহীনে কিংবা হৃদ মাঝারে রাজত্ব কায়েম করে চলেছেন। তিনি দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন উদ্বুদ্ধ করছেন তেমনি তিনি দেশবাসীকে পুনরায় স্বরাজ ও স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ও অনুপ্রাণিত করেছেন। আজকে আমরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন সেই প্রেক্ষিতে গান্ধীজির এই দৃস্টিভঙ্গী অত্যান্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবন কর্মই ছিল অনুপ্রেরণার উৎস। আমরা আজকে যে সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করছি, এখানে আমাদের উদ্দেশ্যই হলো অন্যকে প্রভাবিত করা। কিন্ত গান্ধীজির আদর্শ ছিল কিভাবে অন্যকে অনুপ্রাণিত করা যায়। আজকের স্বার্থমগ্ন সমাজ জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই গান্ধীজির মূল্যবোধ গুলো মানবতার সুরক্ষায় দিশা দেখায়।
বিশ্বশান্তি তথা অহিংসার উজ্জ্বল ও বিরলতম ব্যাক্তিত্ব হলেন গান্ধী। তিনি ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিদ। অর্থাৎ তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগণ্য ব্যাক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন প্রভাবশালী নেতা। তিনি

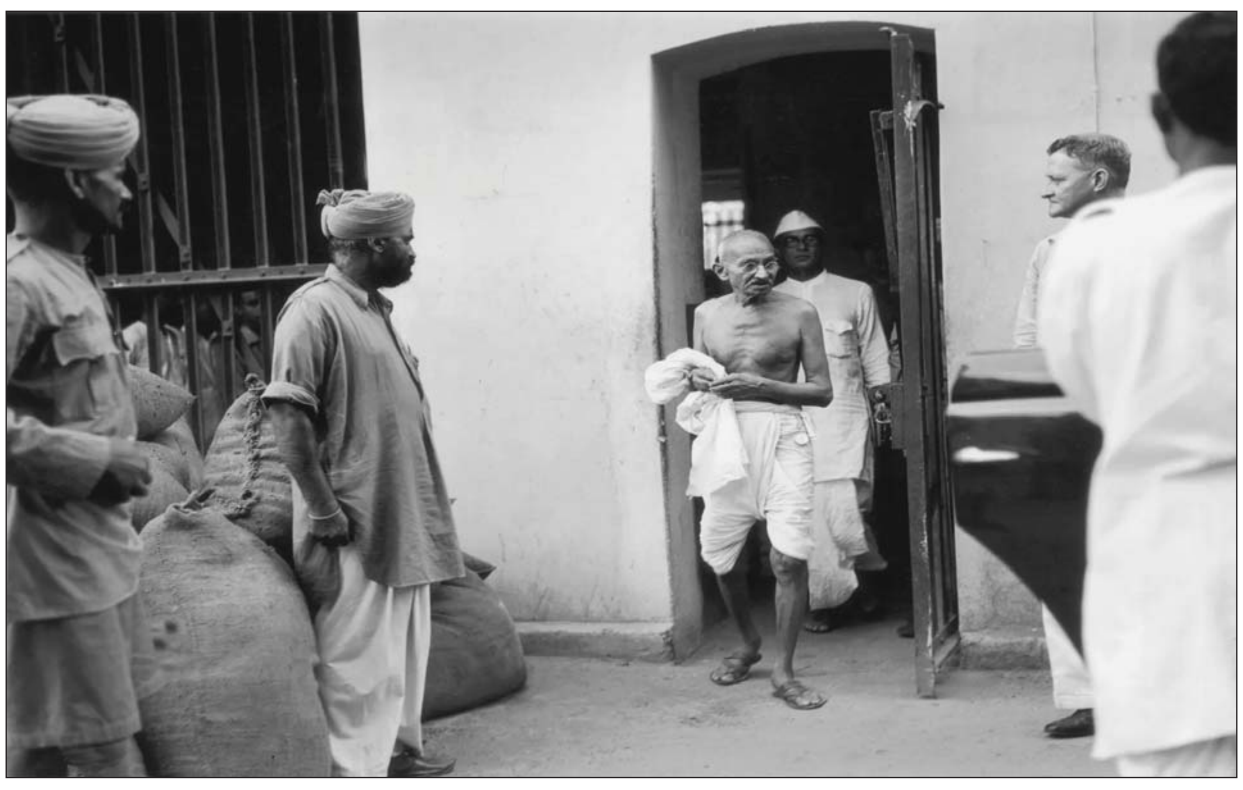

ছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এই সত্যাগ্রহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি। এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের উপর। তাঁর অহিংস নীতিকে স্বীকতি দিতেই তাঁর জন্মদিন ২ রা অক্টোবর কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ২০০৭ সালের ১৫ জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। অহিংসার মধ্যে কোনরকম স্বার্থপরতা, তিক্ততা, অহংবোধ থাকে না। তাঁর সত্যাগ্রহ হলো এক সুসংহত জীবন দর্শন। সত্যাগ্রহ হলো আত্মিক শক্তি। তাঁর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী তিনটি অবিস্মরণীয় গণ আন্দোলন হয়েছিল - অসহযোগ আন্দোলন,আইন অমান্য আন্দোলন অর্থাৎ গান্ধীর ঐতিহাসিক ডান্ডি অভিযান, এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন।
রাজনৈতিক চিন্তা জগতের আঙিনায় তিনি কিছু অভিনব কৌশল সৃষ্টি করেছিলেন, যেমন সর্বোদয় তত্ব, যার অর্থ হলো সকলের কল্যাণ। তিনি এই সর্বোদয় তত্বের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন - সমষ্টির কল্যাণের মাঝেই ব্যাক্তির কল্যাণ নিহিত,জীবিকা অর্জনের অধিকার সকলের সমান,ও ধর্মভিত্তিক জীবনই হলো সার্থক জীবন। তাই তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা কে সংকুচিত করে ‘গ্রাম স্বরাজের ‘উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই গ্রাম স্বরাজই হলো আজকের আধুনিক ভারতের পঞ্চায়েত ব্যাবস্থার মূল ভিত্তি। তিনি পুঁজিবাদ ও অর্থনৈতিক স্বৈরতন্ত্র - উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। তিনি সামাজিক সম্পতিকে ব্যাক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে রাখার বিরোধী ছিলেন। এই সামাজিক ধনসম্পদ কে তিনি ‘অছি’র অধীনে রাখার সুপারিশ করেছেন। তিনি সর্ব ধর্মের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। দেশের জন্য তাঁর ত্যাগ ও ভালোবাসা, স্বাধীনতা ও উন্নয়নের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম সর্বোপরি সুদৃঢ় জাতীয়তাবাদ, এই মানুষটিকে মহামানবে পরিণত করেছে।
বর্তমান সমস্যা সঙ্কুল সমাজের বিশেষতঃ স্বার্থমগ্ন ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে গান্ধীজির আদর্শ কর্ম আজকের দিনে ও অত্যান্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর অহিংসা, শান্তি ও সেবার আদর্শ ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের মনুষ্য সমাজ কে পথ দেখাবে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল সমস্যা সমাধানে গান্ধীজির চিন্তাধারা হয়তো অনেক টাই ফলপ্রসূ হবে। তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারণা আজকের দিনে খুব গুরুত্ব বহন করে। মানবতা যতদিন বেঁচে থাকবে তাঁর আদর্শ গুলি ও প্রভাবিত হতে থাকবে। তাঁর আদর্শ, জীবন, শিক্ষা আজ ও অনুকরণীয়। তাঁর অহিংস আন্দোলন, মানবতাবাদী দর্শন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা কেবল ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বের জন্য এক আলোকবর্তিকা। ভারত তথা বিশ্ব জাহানের মনুষ্য জগতের মাঝে আজকের দিনে ও তাঁর অহিংস, সর্বোদয়, গ্রাম স্বরাজের নীতি সমাহারে অম্লান ।
মতামত লেখকের নিজস্ব...

প্রথম নজর

এবার সৌদি আরবের কেবিন ক্রুদের পোশাকেও আধুনিকতার ছোঁয়া

আপনজন ডেস্ক: রক্ষণশীল দেশ হিসেবে পরিচিত সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা সৌদিয়া এয়ারলাইন্স কেবিন ক্রুদের পোশাকে পরিবর্তন এনেছে। এছাড়া সংস্থাটির লোগোতেও আনা হয়েছে নতুনত্ব। সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে নতুন পোশাক পরিহিত নারী কেবিন ক্রুদের দেখা যায়। পোশাকগুলোতে যে আধুনিকতার ছোঁয়া দেওয়া হয়েছে সেটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
সংবাদমাধ্যম আরব নিউজ জানিয়েছে, শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাজধানী জেদ্দায় সৌদিয়ার হেডকোয়ার্টারে নতুন লোগো ও পোশাক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং বিশ্বের বিভিন্ন এয়ারলাইন্স সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে নতুন লোগো উন্মোচনের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বরকে বেঁছে নেয়া হয় কারণ– এদিন প্রয়াত বাদশা আব্দুলআজিজ প্রথম ‘সৌদি অ্যারাবিয়ান’ ডিসি-৩ প্লেনে করে আফিফ থেকে তাঈফে গিয়েছিলেন। নতুন লোগোর রঙ নির্বাচিত করা হয়েছে কিংডমের সবুজ রঙের সঙ্গে মিল রেখে।
সৌদিয়া গ্রুপের মহাপরিচালক ইব্রাহিম বিন আব্দুলরহমান আল-ওমর অনুষ্ঠানে বলেছেন, সৌদিয়া এয়ারলাইন্স নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। তিনি তার বক্তব্যে স্মরণ করেন, কীভাবে মাত্র একটি বিমান দিয়ে যাত্রা শুরু করা সৌদি আরবের পতাকাবাহী এয়ারলাইন্স আজ ১৪০টি প্লেনের একটি সমৃদ্ধ এয়ারলাইন্সে পরিণত হয়েছে।
এই কর্মকর্তা আরও জানিয়েছেন, সৌদিয়া বর্তমানে অভ্যন্তরণীণ রুট ছাড়াও বিশ্বের চারটি মহাদেশের ১০০টি গন্তব্যে যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছে দিচ্ছে।

ইথিওপিয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, ৩৬ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার ওরোমিয়া প্রদেশে মশাবাহিত রোগ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। গত দুই মাসে প্রদেশটির বেগি ও কোন্ডালা জেলায় অন্তত ৩৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া নিয়ে সতর্ক করেছে দেশটির সরকার।
বেগি জেলার প্রধান স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রধান লতা বান্টি বলেছেন, মশা-বাহিত পরজীবী সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচাতে জরুরি ওষুধ সরবরাহের প্রয়োজন। এদিকে ওরোমিয়ার ১৬টি জোনে মশাবাহিত এই রোগটি বেশি ছড়িয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর আক্রান্তের হার ১৬৮ শতাংশ বেশি বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান জাওয়ার কাছিম। দুই জেলায় কতজন ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে, এ বিষয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। মৃত্যুর হার আরো বেশি হতে পারে। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি চিকিৎসা সহায়তা চেয়েছে প্রশাসন।
২০২১ সালে ম্যালেরিয়ায় বিশ্বজুড়ে ৬ লাখ ১৯ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় ৯৬ শতাংশই ছিলো আফ্রিকা মহাদেশে। মশাপ্রবণ পরিবেশে এটি সারস-কোভ-২ -এর ওমিক্রনের তুলনায় ৬-২০ গুণ বেশি ছড়িয়ে পড়ে।

ইইউ থেকে আর কিছু আশা করে না তুরস্ক: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের দেশসমূহের শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তুরস্ককে তাদের দরজায় অপেক্ষায় রেখেছে উল্লেখ করে দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান বলেছেন, তার দেশ ইইউ’র কাছ থেকে আর কিছু আশা করে না।
রোববার (১ অক্টোবর) তুরস্কের পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অধিবেশনের আগে এরদোগান বলেন, ‘আমরা ইইউকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি রেখেছি; কিন্তু তারা তাদের প্রায় কোনোটিই রক্ষা করেনি।’
তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি জোটে তার দেশের যোগদানের জন্য ‘অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার নতুন কোনো দাবি বা শর্ত সহ্য করবেন না’।
গত বৃহস্পতিবার ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটসের (ইসিএইচআর) একটি রায় থেকেও এরদোগানের ক্ষোভ উদ্ভূত হয়েছে। ২০১৬ সালের অভ্যুত্থানচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করায় ইসিএইচআর তুরস্কের নিন্দা করেছে। অভিযুক্ত চক্রান্তকারীদের সঙ্গে যুক্ত একটি মেসেজিং অ্যাপ ডাউনলোড করেছিলেন।
ইউকসেল ইয়ালসিনকায়ার নামের ওই শিক্ষকের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে–এমন রায়টি একটি উল্লেখযোগ্য নজির তৈরি করতে পারে। স্ট্রাসবার্গভিত্তিক ওই আদালতে অনুরূপ হাজার হাজার মামলা বিচারাধীন।
এরদোগানকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যর্থ চেষ্টার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রচারক ফেতুল্লাহ গুলেনের নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠীকে দায়ী করেছে তুরস্ক। তারা অভিযোগ করেছে, পরিকল্পনাটি সমন্বয়ে বাইলক নামে একটি মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করা হয়েছিল।
এরদোগান বলেছেন, ইসিএইচআরের সিদ্ধান্তটি সহ্য করা হবে না। তুরস্ক বিশ্বাসঘাতকদের এই দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পিছপা হবে না।

বাংলাদেশের নওগাঁর মহাদেবপুরে কারাম উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মিলনমেলা ও আদিবাসী সম্মেলনে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি তুলে গান ও নাচ পরিবেশন করে ১০৭টি সাংস্কৃতিক দল। গতকাল রোববার বিকেলে মহাদেবপুর ডাকবাংলো মাঠে

ব্রিটেনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মসজিদের সহযোগিতা

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসে সংগৃহীত অর্থ স্থানীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক দাতব্য সংস্থাকে দান করেছে যুক্তরাজ্যের বোল্টন শহরের মসজিদ কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় ১১টি মসজিদের পক্ষ থেকে ১৮ হাজার পাউন্ডের বেশি তাদের হাতে তুলে দেয় দ্য বোল্টন মসজিদ চান্দা কমিউনিটি (বিএমসিসি)। এই অর্থ ন্যাশনাল হেলথ ফাউন্ডেশনের কর্মী, রোগী ও স্থানীয়দের জন্য ব্যয় করা হবে।
বাবু আদম বলেন, ‘হাসপাতালে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে মসজিদ কর্তৃপক্ষ একটি সামাজিক কর্মসূচি পালন করেছে।
এর মাধ্যমে সমাজের সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। হাসপাতালের জন্য এমন অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত অনেক রোগীর প্রয়োজন পূরণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসতে পারে। স্থানীয় মসজিদগুলোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে একতা ও সংহতি তৈরি হয়।
এই ধরনের দাতব্য কর্মসূচি আমরা অব্যাহত রাখব। এমন কর্মসূচি পালনে ইসলাম ধর্মে উৎসাহিত করা হয়েছে।’
বোল্টন এনএইচএস ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টের চ্যারিটি ম্যানেজার সারাহ স্কিনার বলেন, ‘হাসপাতাল ও মসজিদ কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনুদান কার্যক্রমে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আগের অনুদানগুলো হাসপাতালের সুবিধা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রেখেছে।
সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে তহবিল সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আমরা দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার তৈরি করতে পেরেছি, যা বোল্টনবাসীকে দীর্ঘ সময় উপকার দেবে।’
বোল্টন শহরের যেসব মসজিদের পক্ষ থেকে অনুদান গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো–মসজিদে আর রহমান, জাকারিয়া জামে মসজিদ, মসজিদে দারুল কোরআন, মসজিদে মক্কি, মসজিদে সালাম, মসজিদে তাইয়িবাহ, মসজিদে আল-ফালাহ, মসজিদে আশরাফিয়া, মসজিদে নুর, মসজিদে ইবরাহিম এবং মসজিদে উসমান।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে চত্বরে শোভাযাত্রা বের করা হয়। রোববার সকালে

আমেরিকাকে সত্যিকারের ‘মিথ্যার সাম্রাজ্য’ বলল চিন

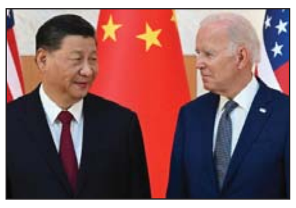

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সত্যিকারের ‘মিথ্যার সাম্রাজ্য’ বলে অভিহিত করেছে চিন। শনিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক প্রতিবেদনের সমালোচনা করে এই মন্তব্য করেছে চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি চিন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর এক নতুন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, তথ্য নিয়ে কারসাজির অংশ হিসেবে কোটি কোটি ডলার ঢালছে চিন। সেন্সরশিপ, ডেটা সংগ্রহ ও গোপনে বিভিন্ন বিদেশি সংবাদমাধ্যম কেনার মাধ্যমে বিশ্ব গণমাধ্যমে কারসাজি করছে তারা। তবে নজিরবিহীন অর্থ ঢালা সত্ত্বেও বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশে স্থানীয় গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের বাধায় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বেইজিংয়ের এই প্রচারাভিযান। এই প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সত্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতিবেদনে। এটি মিথ্যা তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের যেসব সংস্থা এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে, সেগুলো ভুল তথ্যের উৎস। এছাড়া বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রই সত্যিকারের ‘মিথ্যার সাম্রাজ্য’। সম্প্রতি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে পশ্চিমা বিশ্বকে ‘মিথ্যার সাম্রাজ্য’ বলে মন্তব্য করেছিলেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ।তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্ররা নানান দ্বন্দ্বকে উসকে দিচ্ছে।

তুরস্কের পার্লামেন্টের কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত ২ পুলিশ সদস্য

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের রাজধানী আংকারায় দেশটির পার্লামেন্টের কাছে রবিবার একটি ‘সন্ত্রাসী হামলা’ হয়েছে। এতে দুই পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় বলেছে, দুই হামলাকারী একটি বাণিজ্যিক গাড়িতে করে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা মহা অধিদপ্তরের প্রবেশদ্বারের সামনে পৌঁছয় এবং বোমা হামলা চালায়।
মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরো বলেছে, সন্ত্রাসীদের একজন নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছে এবং অন্যজনকে হত্যা করা হয়েছে। হামলায় দুই পুলিশ কর্মকর্তা সামান্য আহত হয়েছেন। তুর্কি গণমাধ্যম অনুসারে, হামলা চালানো জেলায় আরো বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও তুর্কি সংসদ রয়েছে। এ ছাড়া সংসদে এদিন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। এনটিভি ঘেরাও করে রাখা জেলায় বন্দুকযুদ্ধের খবরও দিয়েছে, যেখানে জরুরি পরিষেবা উপস্থিত ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি। আংকারা প্রসিকিউটর অফিস বলেছে, তারা তদন্ত শুরু করছে এবং ওই এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। এরদোয়ান সংসদীয় অধিবেশনের উদ্বোধনের সময় বক্তৃতা দেবেন, যেখানে ন্যাটো জোটে সুইডেনের প্রবেশকে বৈধতা দিতে হবে। হাঙ্গেরি ও তুরস্ক জুলাই মাসে আটলান্টিক জোটে সুইডেনের প্রবেশের বিরুদ্ধে তাদের ভেটো প্রত্যাহার করেছে, তবে তাদের সদস্য পদ অনুমোদন করতে ধীরগতিতে রয়েছে। এরদোয়ান জুলাই মাসে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তুর্কি সংসদে অনুসমর্থন অক্টোবরের আগে হবে না। তবে এই সংসদীয় বছরে এটি অনুমোদিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শেষ মুহূর্তের চুক্তিতে সরকার বাঁচল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: শাটডাউন এড়াতে দ্বিদলীয় বিল পাস করেছে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ। মার্কিন সরকার শাটডাউন হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রতিনিধি পরিষদ মূলত একটি স্বল্পমেয়াদী তহবিল চুক্তিতে সম্মত হয়েছে।
সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, সরকারে স্বল্পমেয়াদী অর্থায়নের বিষয়ে হাউজ অব কমনস এবং সিনেটের মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় বড় সংকট থেকে বেঁচে গেছে বাইডেন প্রশাসন। এই চুক্তি না হলে যুক্তরাষ্ট্রের লাখ লাখ সরকারি কর্মচারীকে বিনাবেতনে ছুটিতে পাঠাতে হতো, বন্ধ হয়ে যেতো সরকারের গুরত্বপূর্ণ বিভিন্ন সেবা।
জানা গেছে, মার্কিন সরকারকে আগামী নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থায়ন সংক্রান্ত একটি বিল ৮৮-৯ ভোটে পাস হয়েছে সিনেটে। তবে এতে ইউক্রেনের জন্য নতুন কোনো সহায়তার পরিকল্পনা রাখা হয়নি। ৪৫ দিনের এই পরিকল্পনা প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মার্কিন হাউজ স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি। এটি পাস হওয়ায় আপাতত স্বস্তি পেলো ডেমোক্র্যাট সরকার।
এর আগে, নতুন অর্থায়ন বিল নিয়ে একদল কট্টর রিপাবলিকান সদস্য আপত্তি তোলায় আংশিক অচল হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছিল বাইডেন প্রশাসন। চুক্তি না হলে রোববার সকাল ১০টা থেকে অচল হয়ে পড়তো মার্কিন সরকারের একটি বড় অংশ। কিন্তু শনিবার এক নাটকীয় পরিবর্তনের পর হাউজ রিপাবলিকানরা অস্থায়ী অর্থায়ন বিল পাসে সম্মতি দেন। যদিও রিপাবলিকানদের চেয়ে এই প্রস্তাবে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন বেশি ছিল। অন্তত ৯০ জন রিপাবলিকান সদস্য এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

জার্মানিতে অভিবাসন নীতি নিয়ে বাড়ছে অসন্তোষ

আপনজন ডেস্ক: জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস শনিবার প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বার্লিন সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনিয়মিত অভিবাসন আটকাতে চায়।
জার্মানিতে অভিবাসন নীতি নিয়ে অসন্তোষ বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি পোল্যান্ডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভিসা দেওয়ার বিনিময়ে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ ওঠে। যদিও দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভিসার বিনিময়ে কর্মকর্তাদের ঘুষ নেয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে ওয়ারশ থেকে আসা ব্যাখ্যায় ইইউ সন্তুষ্ট নয়। এরপরই জার্মান ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্ক রেডাকসিওননেটভের্ক ডয়েচলান্ডে শলৎসের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
চ্যান্সেলর বলেন, এই মুহূর্তে জার্মানিতে আসতে চাওয়া শরণার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। তিনি আরো বলেন, ৭০ শতাংশের বেশি শরণার্থীর আগে কোনো নিবন্ধন হয়নি। তারা প্রায় সবাই ইইউয়ের অন্যান্য দেশে ছিল। চ্যান্সেলর জার্মানির সব রাজ্যজুড়ে পৌরসভাগুলোর জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা শুরু করতে চান।
তিনি বলে, নভেম্বরে জার্মান রাজ্যগুলোর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকের পরিকল্পনা আছে। তখন তিনি ফ্লেক্সিবল ক্যাপ নিয়ে আলোচনা করবেন। যাতে শরণার্থীদের আশ্রয়-সংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলোকে অর্থায়নের প্রস্তাব দেওয়া যায়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৯ মি.

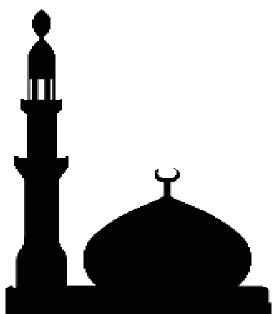

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৮	৫.২৮
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.৪৪	
মাগরিব	৫.২৯	
এশা	৬.৩৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

সৌদিতে গ্রেফতার আরো ১১৪৬৫ অভিবাসী

আপনজন ডেস্ক: আবাসিক, শ্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করায় সৌদি আরবে গত এক সপ্তাহে প্রায় ১১ হাজার ৪৬৫ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গ্রেফতারদের মধ্যে দেশটির আবাসিক আইন লঙ্ঘনকারী সাত হাজার ১৯৯ জন। সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ম লঙ্ঘনকারী দুই হাজার ৮৮২ জন এবং শ্রম বিধি লঙ্ঘনকারী এক হাজার ৩৮৪ জন।

সৌদি-ইসরায়েল সম্পর্কে উষ্ণতা ফেরাতে জোর চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সৌদি আরব ও ইসরায়েল ঐতিহাসিক চুক্তির রূপরেখা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। হোয়াইট হাউস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। কয়েক দশকের শত্রুতামূলক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি প্রণয়নে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।
দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের বলেন, সব পক্ষই তৎপর রয়েছে। আমি মনে করি, একটি মৌলিক কাঠামো তৈরিতে আমরা সক্ষম হব। কিন্তু যে কোন জটিল ব্যবস্থার মতো অবশ্যম্ভাবীভাবে যা হবে, এতে প্রত্যেককে কিছু না কিছু করতে হবে। প্রত্যেককে কিছু বিষয়ে আপোষও করতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও মরক্কোর পর তার মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র ইসরায়েল ও সৌদি আরবকে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আহ্বান জানিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান সম্প্রতি উভয় দেশের আরও কাছাকাছি হওয়ার কথা বলেছেন। একই কথা বলেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।
এদিকে সৌদি ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিনিময়ে চুক্তিসহ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চেয়েছে। তবে ফিলিস্তিন সতর্ক করে বলেছে, দুই রাষ্ট্র নীতির সমাধান ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে কোনও শান্তি আসবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ে একটি সেমি ট্রাকের সাথে একাধিক গাড়ির সংঘর্ষে ৫ জনের প্রাণহানি হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ২ শিশুসহ একই পরিবারের তিনজন রয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৫ জন।
আহতদের হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে শনিবার অঙ্গরাজ্যটির প্রশাসন নিশ্চিত করেছে।
দেশটির কর্তৃপক্ষ জানায়, সাড়ে সাত হাজার গ্যালন বিষাক্ত রাসায়নিক ছিল ট্রাকটিতে।

স্পেনে নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিহত বেড়ে ১৩

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ইউরোপের দেশ স্পেনের একটি নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জনে দাঁড়িয়েছে।
রোববার (১ অক্টোবর) দেশটির দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলীয় শহর মুরসিয়ার থিয়েটার নামের একটি নাইটক্লাবে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জরুরি সেবাদানকারী সংস্থা জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ছয়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় তারা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল আটটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় তল্লাশি চালিয়ে ১৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ফায়ার সার্ভিসের ৪০ জনেরও বেশি সদস্য ও ১২টি জরুরি সেবাদানকারী যান এই উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। এখনও ওই নাইটক্লাবে তল্লাশি চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। এদিকে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানীর ঘটনায় তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছেন স্থানীয় মেয়র জস ব্যালেস্তা।

প্রথম নজর

বন্দে ভারতের ট্রায়ান রান হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: মাত্র ১৪ মিনিটেই দেখা যাবে চমক। রেলের পক্ষ থেকে যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে ফোরটিন মিনিটস মিরাকল। মূলত ১ অক্টোবর, রবিবার এর ট্রায়াল হলো। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সব ট্রেন মাত্র ১৪ মিনিটেই সাফাই করা হবে। আর ৪৫ মিনিট নয়, এখন থেকে সময় লাগবে মাত্র ১৪ মিনিট। বন্দে ভারতের প্রতিটি কামরাকে সাফাইয়ের মাধ্যমে পরবর্তী গন্তব্যের জন্য প্রস্তুত করে ফেলা হবে মাত্র ১৪ মিনিটের মধ্যেই। এদিন 'ফোর্টিন মিনিট মিরাকল' ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হলো। উপস্থিত ছিলেন রেলের আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত রেলমন্ত্রক আগামীকাল সোমবার থেকে দেশের ২৯টি স্টেশনে এই পরিষেবা শুরু করবে। দক্ষিণ পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে রবিবার ১ অক্টোবর স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচি পালন করা হয়। সকালে শালিমার স্টেশনে দক্ষিণ পূর্ব রেলের

জলে ডুবল শাল নদীর উপর সেতু

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: দুদিন ধরে টানা বৃষ্টিপাত বীরভূমে। জলে ডুবল শাল নদীর উপর সেতু। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ইলামবাজার থেকে পাড়ুই যাওয়ার পথ। ঝুঁকির পারাপার পথ চলতি মানুষের। বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হয়েছে সুস্পষ্ট গভীর নিম্নচাপ। সঙ্গে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবত। খুব স্বাভাবিকভাবেই হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ঠিক এমতো অবস্থায় রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি বীরভূমেও নাগারে বৃষ্টি। বৃষ্টিপাতের ফলে বীরভূমের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদ-নদী গুলির জলস্তর বেড়েছে। ইলামবাজার থেকে পাড়ুই যাওয়ার মূল রাস্তার শাল নদীর উপর গোলটিয়া সেতু জলের তলায়। বিপদ সীমার মধ্য দিয়ে বইছে জলস্তর। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ইলামবাজার পাড়ুই দুই পাড়ের অসংখ্য গ্রামের হাজার হাজার মানুষের। চলছে ঝুঁকির পারাপার।

কাকদ্বীপে টানা বৃষ্টিতে হাসপাতাল চত্বর জলমগ্ন

সুব্রত রায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: রাজ্যে হানা দিয়েছে ডেঙ্গি। প্রতিদিনই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে বহু মানুষ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হচ্ছে অনেকের। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডেঙ্গি প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ড্রেন ও নিকাশি নালা সংস্কারের কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে দুটি নিম্নচাপের জিরে দক্ষিণ ২৪পরগনা উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে শুরু হয়েছে বৃষ্টি।
বঙ্গোপসাগরের ওপর নিম্নচাপ ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের দিকে অগ্রসর হবে। এর প্রভাবে আগামী ৪ থেকে ৫ দিন দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বর জলমগ্ন।এর ফলে সমস্যায় করতে হচ্ছে রোগী থেকে শুরু করে রোগীর আত্মীয়দের। কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এমার্জেন্সি গেটের কাছে কার্যত জল থৈথৈ অবস্থা।
অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগী নামাতে ও কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে রোগী পরিবারের সদস্যদের। এ বিষয় এক রোগী সুকুমার বাগ তিনি জানান, হাসপাতালের সামনে কার্যতো জল থৈথৈ অবস্থা, জল পার হয়ে আমাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে হচ্ছে।
হাসপাতালের পাশে নিকাশী নালা রয়েছে এবং এই নিকাশী নালা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হয়নি ।আর এই সংস্কার না হওয়ার কারণে নিকাশী নালা উপছে ড্রেনের নোংরা জল হাসপাতালের গেটের সামনে চলে এসেছে। এই নোংরা জল ঘেঁটে আমাদের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য হাসপাতালের এর মধ্যে যেতে হচ্ছে। এর ফলে আমরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও হাসপাতাল চত্বরের আশেপাশে যত্রতত্র রয়েছে ময়লা আবর্জনা, যা মশার আঁতুঘর ।

বাজার কমিটির ভোট ঘিরে তুলকালাম

শামীম মোল্লা ● বসিরহাট

আপনজন: হাসনাবাদ বাজার কমিটির ইলেকশন ঘিরে অশান্তির জেরে পুরাতন বাজার কমিটি ও নব্য বাজার কমিটির মধ্যে মারধর । অভিযোগ বাজার কমিটির ঘরে তালা মারাকে কেন্দ্র করে মারধরে ঘটনা ঘটে। পুরাতন বাজার কমিটির পক্ষ থেকে আজ তালা ভেঙে নব্যদের বেশ কয়েকজন কর্মীকে মারধরের অভিযোগ। এর জেরে রবিবার সাড়ে তিনটা নাগাদ হাসনাবাদ বাসস্ট্যান্ডে টাকি রোডের উপর টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ চলে নব্য বাজার কমিটির পক্ষ থেকে। তাদের দাবি সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাজার কমিটির ইলেকশন হওয়ার কথা দিয়েছিলেন বিধায়ক সপ্তর্ষি ব্যানার্জি। ইলেকশন করাতে ব্যর্থ হয় বিধায়কের তৈরি ইলেকশন কমিটি। এরপর পুরাতন বাজার কমিটি আগামী জানুয়ারি মাসে নিজেরাই ইলেকশন ঘোষণা করে। তারই প্রতিবাদে তালা মেরে দেওয়া হয়েছিল পুরাতন বাজার কমিটির অফিসে। পুরাতন বাজার কমিটি সেই অফিসের তালা ভেঙে নব্য বাজার কমিটির বেশ কিছু কর্মীদের উপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। অবরোধ চলাকালীন হাসনাবাদ থানার পুলিশ ও টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করলে অবশেষে অবরোধ উঠে যায় ।

জামাআতে ইসলামির উদ্যোগে দিনব্যাপী মিডিয়া ওয়ার্কশপ

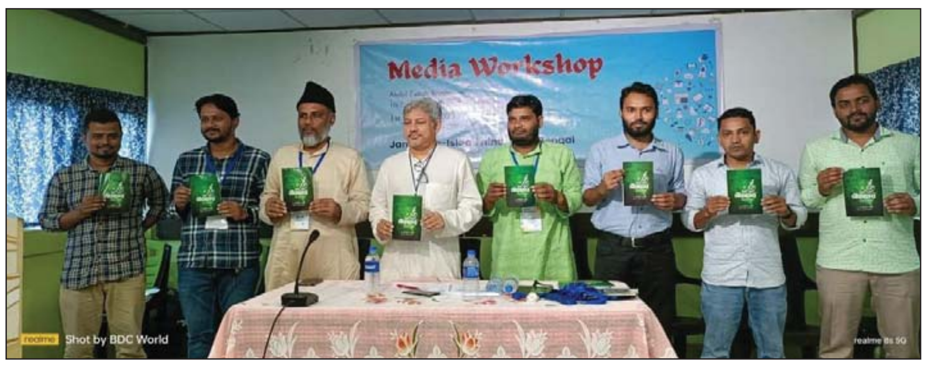

মুদাসসার নিয়াজ ● কলকাতা

আপনজন: জামাআতে ইসলামী হিন্দের উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও মিডিয়া ওয়ার্কশপ হয়ে গেল। রবিবার ১ অক্টোবর কলকাতার কুমিদান বাগান লেনে আব্দুল ফাত্তাহ অডিটোরিয়ামে রাজ্যের সব জেলার মিডিয়া ইনচার্জ, সহকারী ইনচার্জ, জেলা সোশ্যাল মিডিয়া সেক্রেটারি, সহ সেক্রেটারি এবং মিডিয়ার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত বাছাইকৃত কর্মিরা আজকের এই ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন। নারী ও পুরুষ মিলিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় শ'খানেক ডেলিগেট এসেছিলেন। জামাতের রাজ্য বিভাগীয় সেক্রেটারি মাওলানা এ এফ এম খালিদ সাহেবের তাযকির বিল কুরআনের মাধ্যমে আজকের ওয়ার্কশপের সূচনা হয়।
প্রারম্ভিক ভাষণ দেন জামাআতের রাজ্য সেক্রেটারি অধ্যাপক মশিউর রহমান। এ ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামীর আমিরে হালকা তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ডা: মসিহুর রহমান, বিশিষ্ট সাংবাদিক শুভজিৎ বাগচী, জামাআতের রাজ্য মিডিয়া সেক্রেটারি মোস্তাফিজুর রহমান, রাজ্য যুব সভাপতি ওসমান গনি, দৈনিক আপনজন পত্রিকার সম্পাদক জাইদুল হক প্রমুখ।
ভিডিও কনফারেন্সে দিল্লি থেকে বক্তব্য রাখেন জামাআতের সর্বভারতীয় মিডিয়া সেক্রেটারি কে কে সোহেল। তিনি মূলত সংবাদ মাধ্যমের একাংশ কীভাবে ন্যারেটিভ তৈরি করছে এবং কিভাবে তার কাউন্টার করা যেতে পারে -- তার ওপর আলোকপাত করেন। তবে তিনি বার বার বলেন, দেশের সংবিধান, মিডিয়ার স্বাধীনতা, সাইবার আইন মেনে কাজ করতে হবে। কোনো সংবাদ যেন সমাজের কোনো ক্ষতি না করে, সম্প্রীতির পরিবেশ যেন বিঘ্নিত না করে -- সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।
ওয়ার্কশপে আগত জেলা প্রতিনিধিদের সামনে বক্তারা মিডিয়া আগ্রাসন, হলুদ সাংবাদিকতা, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরে সকলকে সাবধান সতর্ক করেন, সচেতন হতে আহ্বান করেন।
এছাড়াও ফেক নিউজ সম্পর্কে সচেতন করা হয়। ফ্যাক্ট চেক এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রকৃত তথ্য নির্ভর সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে খবর লেখা এবং উপস্থাপন বা সম্প্রচার করার ওপর জোর দেন আলোচকরা।
দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মিডিয়ার সংকট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক শুভজিৎ বাগচী। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন জামাআতের রাজ্য মিডিয়া সেক্রেটারি মুস্তাফিজুর রহমান। প্রজেক্টরের মাধ্যমে তিনি একেবারে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন।
কীভাবে খবর লিখতে হয়, কোনো একটা ঘটনার কোন কোন দিকগুলো উল্লেখ থাকলে তবে সেটা খবর হিসেবে বিবেচিত হয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন জাইদুল হক।
আমীরে হালকা জানান, এবার

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বোমা উদ্ধার বীরভূমের দুবরাজপুর এলাকায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বেশ কয়েকদিন যাবৎ উত্তপ্ত রয়েছে বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোয়াজ মামুদপুর গ্রাম। জানা গেছে, একটা বড় পুকুরকে কেন্দ্র করে শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর জন্য এই গ্রাম উত্তপ্ত রয়েছে। যদিও পুলিশ ওই গ্রামকে শান্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। গ্রামের উত্তপ্ত আবহের মধ্যেই এই গ্রাম থেকে কিছুটা দূরেই পার্শ্ববর্তী ধ-গ্রামের ধান মাঠের মধ্যে থেকে এক জেরিক্যান ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করল দুবরাজপুর থানার পুলিশ।উক্ত জেরিক্যানে প্রায় ২৫-৩০ পিস তাজা বোমা রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় স্বভাবতই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই ওই বোমা ভর্তি জেরিক্যান সহ ধান মাঠের উক্ত জায়গাটি ঘিরে রেখেছে স্থানীয় থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে সিআইডি বোম ডিস্পোজাল টিমকে। প্রসঙ্গত, এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে এর আগেও প্রচুর তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাড়িতে খাবার খেয়ে শিশু সহ অসুস্থ ৫০ জন

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাড়িতে খাওয়ার খেয়ে অসুস্থ হলেন ৫০ জন আমন্ত্রিত অতিথি, জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের কাজির হাট এলাকায় ঘটনা। অসুস্থদের ভর্তি করা হয়েছে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আবার অনেকের চিকিৎসা বাড়িতেই চলছে। অভিযোগ, কাজিরহাট এলাকার বাসিন্দা অমল রায়ের মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে গ্রামের মানুষ সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন, সেখানে খাবার খাওয়ার পরেই বেশ কয়েকজন আমন্ত্রিতদের শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। বমি পেট ব্যাথা মাথা ঘোরানোর মতো উপসর্গ শুরু হয় একের পর এক ব্যক্তির।
প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি বিষয়টি, তবে আশেপাশে আরো বেশ কয়েকজন একই রকম শারীরিক সমস্যা শুরু হলে তখন তাদের মনে সন্দেহ জাগে। তড়িঘড়ি অসুস্থদের নিয়ে আসেন

ধূপগুড়ি হাসপাতালে। বর্তমানে ধূপগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রায় ১৭ জন। বেশ কয়েকজনকে ভর্তি করা হয়েছে বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এমনটাই দাবী অসুস্থ রোগীর পরিবারের।
এছাড়াও বেশ কয়েকজন অসুস্থ ব্যক্তি ও মহিলার চিকিৎসা বাড়িতেই করাচ্ছেন স্থানীয় চিকিৎসকদের দিয়ে।
অসুস্থদের দাবী সম্ভবত মাংসের মধ্যেই কোন সমস্যা ছিল, কারণ যারা মাছ খেয়েছিলেন তাদের কোন শারীরিক সমস্যা হয়নি। তবে যারা মাংস খেয়েছিলেন তাদেরই বেশিরভাগ লোকের বমি, পেট খারাপ, জ্বর ও মাথা ঘোরানোর মতো সমস্যা দেখা দিয়েছে।
গীতা শর্মা নামে এক রোগীর আত্মীয় বলেন, জন্মদিন বাড়িতে আমন্ত্রণ ছিল সেখানেই খেতে গিয়েছিল গ্রামের অনেকেই। প্রথমে কয়েকজনের পেট খারাপ বমি দেখা দেয়। তারপরে আমার পরিবারের ছেলে, বৌমা, নাতি দের ও এক সমস্যা দেখা দেয়। রাতে তাদের হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেছি। যারা জন্মদিন বাড়িতে মাংস খেয়েছিল তাদেরই পেট খারাপ হয়েছে বেশিরভাগ লোকের। আমি মাছ খেয়েছিলাম আমার কিছু হয়নি।
অরবিন্দ রায় বলেন, আমাদের গ্রামের বাসিন্দা অমল রায়ের মেয়ের জন্মদিন অনুষ্ঠান ছিল সেখানে আমরা সবাই আমন্ত্রিত ছিলাম। প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ জনের পেট খারাপ বমি উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ধূপগুড়ি হাসপাতালে ১৫ জনের মতো ভর্তি হয়। অনেকেই বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কেউ কেউ আবার বাড়িতে সেলাইন নিচ্ছেন।

প্রতিবাদ জানাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: একটানা লোডশেডিং, বেহাল রাস্তা ও পানীয় জলের অব্যবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। রবিবার সকালে গাজোল ব্লকের করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের দোহিল এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে শতাধিক গ্রামবাসীরা দীর্ঘক্ষন ধরে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত চার দিন ধরে গ্রামে বিদ্যুৎ নেই । যার ফলে পরিশ্রুত পানীয় জল মিলছে না । তার ওপর আবার বর্ষার মরশুমে এলাকায় রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানালে প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এইসব বেহাল সমস্যার প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকার মালদা - বালুরঘাট গামী সড়ক অবরোধ করা হয়েছে।বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের আরো অভিযোগ, একদিকে গরম, অপরদিকে বর্ষার মরশুম ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। পানীয় জলের অভাবে প্রচন্ড সমস্যা দেখা দিয়েছে।
এদিকে এদিন এই সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষন আলোচনার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন। তারপরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

সুন্দরবনের কোস্টাল থানায় রক্তদান উৎসব

মাফরুজা খাতুন ● সুন্দরবন

আপনজন: বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে প্রত্যন্ত সুন্দরবন কোষ্টাল থানায় অনুষ্ঠিত হয় এক রক্তদান উৎসব।
রবিবার রক্তদান উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ কুমার ঢালী।
অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস,সিআই(ক্যানিং) বিমল মন্ডল,সুন্দরবন কোষ্টাল থানার ওসি প্রশান্ত দাশ সহ অন্যান্যরা। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠানে থানার একাধিক অফিসার, পুলিশকর্মী,সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ এলাকার মানুষজন রক্তদান করেন। পুলিশ সুত্রের খবর এদিন মহতী রক্তদান উৎসবে মোট ১৪০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন।

বিমানে দিল্লির পথে ডায়মন্ডের তৃণমূল নেতৃত্ব

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকার বিরুদ্ধে ১০০ দিনের বকেয়া আদায়ের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এর সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্রেন বাতিল হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার সকল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব বিমানে করে রওনা দিলেন দিল্লিতে। বিধায়ক পান্নালাল হালদার সহ দিল্লিতে রওনা দিলেন ডা:হা: মহিলা সভানেত্রী মনমহিনি বিশ্বাস,রাজ্য শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম, ২নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন, ১নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গৌতম অধিকারী, পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস, ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস,টাউন যুব সভাপতি সৌমেন তরফদার সহ ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল কর্মীরা।

দিল্লি গেল স্বল্প সঞ্চয়ের খাটুরা পোস্ট অফিস থেকে

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন:,কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট বিরোধী নীতি ও পোষ্ট-অফিস বিরোধী নীতির প্রতিবাদে দিল্লিতে আগামী ৩রা অক্টোবর থেকে ৬ই অক্টোবর অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হতে রাষ্ট্রীয় স্বল্প সঞ্চয় অভিকর্তা সংগঠনের খাটুরা পোস্ট অফিস ইউনিটের সদস্য সদস্যরা রওনা দিল দিল্লির উদ্দেশ্যে। জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট বিরোধী নীতি ও পোষ্ট-অফিস বিরোধী নীতির প্রতিবাদে দিল্লি যন্তর মন্তরে ওই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। পাশাপাশি ওই তিনদিন সারা ভারত স্বল্প সঞ্চয় এজেন্টরা কর্মবিরতি পালন করবেন। সারা দেশে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ কর্মী রয়েছেন যাঁরা ডাকঘরে স্বল্প সঞ্চয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিতে উপভোক্তাদের পরিষেবা দেন। এ রাজ্যেও তাদের প্রায় ৬০,০০০ কর্মী রয়েছেন ।প্রতিবাদে সামিল হতে এ দিন রবিবার দুপুরে গোবরডাঙ্গা রেল স্টেশন থেকে খাটুরা পোস্ট অফিস ইউনিটের

আজিজ মন্ডল, প্রসেনজিৎ চৌধুরী সহ অনেকেই দিল্লির যন্তর মন্তরে উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রাষ্ট্রীয় স্বল্প সঞ্চয় অভিকর্তা সংগঠনের রাজ্যের সর্বোচ্চ সদস্য ও উত্তর ২৪ পরগণার জেলার সহ সম্পাদক তথা গোবরডাঙ্গা খাটুরা পোষ্ট অফিস ইউনিটের সম্পাদক আজিজ মন্ডল জানান, 'আমাদের কাজ কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে চলা ডাকঘরের বিভিন্ন স্বল্প সঞ্চয় মূলক পরিষেবা সচল রাখা ও গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করা । তবে আমাদের আয় শুধুমাত্র কমিশনের উপর নির্ভরশীল। আমরা কোনও বেতন পায় না । ২০১১ সালের আগে পর্যন্ত এই কর্মীদের কাজের উপর এক শতাংশ কমিশন দেওয়া হত । ২০১১ সালের পর তা কমে ০.৫ শতাংশ হয়েছে।

হিলিতে পালিত বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হিলি প্রবীণ নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারও পালিত হলো 'আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস'। বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার এর উপস্থিতিতে ১লা অক্টোবর দিনটিতে হিলি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত চলে আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস উপলক্ষে নানান অনুষ্ঠান । সকাল ন'টায় বরিষ্ঠ নাগরিকদের নিয়ে শহরে পথ পরিক্রমা করেন উপস্থিত সকল নাগরিকবৃন্দ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং উদ্বোধনী সংগীত ও অতিথি বরণের মধ্য দিয়ে এই বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার। এরপর আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি তথা বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর অশোক লাহিড়ী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক নির্মল কুমার রায়, ডিসট্রিক্ট ইউথ অফিসার কৌশিক পাল, বিশিষ্ট শিক্ষক এবং সমাজসেবী স্বপন কুমার বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ কুমার দাস, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ড. নবকুমার দাস, হরিপদ সাহা, কবি ও সমাজসেবী বঙ্গরত্ন বিশ্বনাথ লাহা, বিশিষ্ট শিক্ষক নারায়ণ ভট্টাচার্য, সমাজকর্মী সুরোজ দাস সহ আরো অনেকে। হিলি প্রবীন নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে হিলি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে পাঁচ জন মনীষী ও প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের আবক্ষ প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিগণ।

সামশেরগঞ্জে আবর্জনা তুলে আনবে ই-কার্ট

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবার যাবতীয় আবর্জনা তুলে আনবে ই-কার্ট নামক এক বিশেষ গাড়ি। রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ ব্লকে এই প্রথম ই-কার্ট গাড়ি প্রদান করে সামশেরগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। বিডিও অফিস প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠান করে আনুষ্ঠানিকভাবে সামসেরগঞ্জের দোগাছি নপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভাসাইপাইকর গ্রাম পঞ্চায়েতকে তিনটি করে মোট ছয়টি গাড়ি প্রদান করা হয়। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই বাকি আরো সাতটি পঞ্চায়েতকে এই গাড়ি প্রদান করা হবে বলেই জানিয়েছে ব্লক প্রশাসন। এদিনের ই-কার্ট গাড়ি প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পায়েল দাস সহ-সভাপতি আনোয়ারা বেগম সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধ জানান, এই ই-কার্ট গাড়ি গ্রামে গ্রামে ঘুরবে এবং বাড়ির যাবতীয় আবর্জনা তুলে নিয়ে এসে পঞ্চায়েত এলাকার একটি করে বিশেষ পচনশীল শেড তৈরি করে সেখানে আবর্জনা গুলো রাখা হবে। এদিকে পৌরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট জনেরা।

'পারিজাত' শারদ সংখ্যা প্রকাশ কবি সম্মেলনে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পারিজাত সাহিত্য পত্রিকা তার সম্পাদক সব্যসাচী নাথ বাংলা ভাষার কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষে এমনকি বাংলাদেশ পর্যন্ত এক উচ্চমানের সাহিত্য গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছেন। পারিজাত সাহিত্য পত্রিকা আজ তাদের শারদ সংখ্যা প্রকাশ ও আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করল। রবীন্দ্র সদন, বোরহাট, পূর্ব বর্ধমানে। কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, নৃত্য, বক্তৃতা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন ঝারখান্ড, বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লি এমনকি প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও অনেক কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। বহু বিশিষ্টজনদের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সম্মাননা জানানো হয় । অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন অধ্যাপক তিমির বরন চক্রবর্তী প্রাক্তন অধ্যাপক ও কবি, ডঃ

রমজান আলি , সাংবাদিক ঋষিগোপাল মন্ডল, দিলীপ কুমার মেটা ,সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল বিশ্বাস, তনুশ্রী রায়, শিপ্রা রায়, ভবদেব সামন্ত সহ বহু কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী উপস্থিত হয়েছিলেন। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সব্যসাচী নাথ বলেন রাজ্য, দেশ এমনকি বিদেশেও বাংলা ভাষার সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের কে এক কাছে করে একটা সুস্থ সাহিত্য গোষ্ঠী তৈরি করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। সাহিত্য আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের জীবনযাত্রায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের সুস্থ বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।বছরে এরকম অনুষ্ঠান করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। বহু বিশিষ্ট ও গুণী ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম নজর

রোগী মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত শক্তি নগর হাসপাতাল

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া জেলার শক্তি নগর হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত সরকারী হাসপাতাল, আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে পোস্টার লিখে গোটা হাসপাতাল ঘুরলেন মৃতের বোন। জেলা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ তুলে রোগীর পরিবার হাসপাতালে ভেতরে নিজের হাত কেটে রক্ত দিয়ে আমার দিদি কে মেরে ফেলেছে ডাক্তার এমনি রক্ত দিয়ে হাত কেটে কাগজে ব্যানার লিখে গোটা হাসপাতালে ঘুরলেন রোগীর পরিবার তথা মৃতের বোন সুমি সরকার বলেন, চিকিৎসার গাফিলদের অভিযোগে আমার দিদিকে খুন করছে ওর অনেক রোগীকেই মেরে ফেলছে মানুষ সুস্থ হওয়ার জন্য সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয় কিন্তু এখানে চিকিৎসা ঠিকমত না পেয়ে অনেক রুগি মারা যাচ্ছে। মৃতের নাম পূজা সরকার বয়স আনুমানিক ২৬ বছর, বাড়ি কৃষ্ণনগর হাতারপাড়া এলাকায়। অভিযোগ শনিবার রাতে পেটে ব্যাথা নিয়ে ভর্তি করলেও ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি, পরিস্থিতি অবনতি হলে পরে কর্তব্যরত নাসরা ইনজেকশন দেয়। তারপরেই রোগী মারা যায় বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। পরিবারের লোকজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। এই ঘটনায় চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাসপাতালে একটি লিখিত অভিযোগ করেন কোতয়ালি থানায়। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করে মৃতের পরিবার।

জঞ্জাল ও নর্দমা সাফাই অভিযান জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে। বাদ যায়নি জলঙ্গি ব্লকও। ডেঙ্গুর মোকাবিলা করার জন্য রবিবার সকালে জলঙ্গি ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে জঞ্জাল নর্দমা সাফাই অভিযান রবিবার।

জলঙ্গির বিডিও শোভন দাস ও সাদিখান দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম সহ ভি আর পি কর্মীদের নিয়ে কালীগঞ্জ বাজার এলাকায় বিভিন্ন এলাকার জঞ্জাল সাফাই সহ বাড়ির টিউবাইলের জমা জল যেনো না রাখা হয় সেই বিষয়ে সচেতন ও বার্তা দিতে রাস্তায় নেমে প্রচার করেন। মশার লাভা নির্মূল করার জন্য কীটনাশক স্প্রে করা হয় এদিন।

একই ভাবে ঘোষপাড়া অঞ্চলেও প্রচার করা হয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজ আলীর উপস্থিতে। বর্ষার কারণে লাভা তৈরি হচ্ছে বেশি তাই এলাকায় কথাও যেনো বৃষ্টি জল না জমে থাকে সেই বার্তা দেন জলঙ্গির বিডিও শোভন দাস। সেই কারণে এদিন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করা হয় সাধারণ মানুষকে।

ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা বিডিও শেখ আব্দুল্লাহর

মনজুর আলম ও ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: রবিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পাশাপাশি ডেঙ্গুর ও ম্যালেরিয়া সতর্কতা অভিযান চালানো হয় মগরাহাট ব্লক প্রশাসনের পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে। এই দিনটি নির্মলতার জন্য এক ঘন্টা শ্রম দান করার জন্য স্থানীয় জনগণকে আহবান আহবান করা হয়। নিজ হাতে দায়িত্ব তুলে নেন মগরাহাট ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতি তারা প্রথমে মগরাহাট বিডিও অফিস থেকে মগরাহাট হসপিটাল পরিদর্শন করেন। সেখানে বিডিও শেখ আবদুল্লাহ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিনকে ঝাড়ু হাতে হসপিটালের সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করতে দেখা যায় । পরে সেখান দিয়ে মগরাহাট স্টেশন পরিদর্শন করেন। তার পাশাপাশি মগরাহাটের যে যানজটে জল জমা নোংরা আবর্জনা জমে তা সাফাই করতে দেখা যায় বিডিও শেখ আব্দুল্লাহকে। এরপর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দোকানদারকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার বার্তা দেন। যাতে আগামী দিনে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া থেকে মানুষ সচেতন হতে পারে সেই বিষয়ে তিনি বারে বারে অঙ্গনওয়াড়িকর্মী ও আশা কর্মীদের সর্তকতা অবলম্বন করতে বলেন। জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, জ্বর হলেই যেন ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নেওয়অ হয়। এই ডেঙ্গু সচেতনতা অভিযোনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট ২ -এর জয়েন বিডিও সন্দীপ দাস, মগরাহাট পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আব্দুল কাদির মোল্লা, এছাড়াও কয়েকশ অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীরা।

পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান এম নুরুল ইসলামের

৭২ কেন্দ্রে একযোগে আল-আমীনের প্রবেশিকা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের সংখ্যালঘু সমাজের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল আমীন মিশনে ছাত্র ভর্তির জন্য মুখিয়ে থাকেন সংখ্যালঘু অভিভাবকরা। তাই প্রতি বছর আল আমীন মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় অভিভাবকদের মধ্যে এক বিপুল উদ্দীপনা দেখা যায় তাদের ছেলেমেয়েদের মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আল-আমীন মিশনের পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির প্রবেশিকা পরীক্ষায় তা এবছরও ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের ধারা ক্রমবর্ধমান।

আল আমীন মিশনে পঞ্চম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা রবিবার রাজ্যের ৭২ টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। আল আমীন মিশন সূত্র জানিয়েছে, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের মোট ২৪৫২৫ জন পড়ুয়ার তুলনায় এবছর ১৮৩৩ জন ছাত্র-ছাত্রী বেশী। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ১৫৩১৩ জন ছাত্র ও ১১০৪৫ জন ছাত্রী অর্থাৎ মোট ২৬৩৫৮ জন পরীক্ষার্থী রাজ্যের ৭২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছে। মুর্শিদাবাদের চারটি ও মালদহ জেলার দুটি পরীক্ষাকেন্দ্রে নজরকাড়া ভিড় ছিল বলে জানান মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষা বিভাগের প্রমুখ সেখ মোমিনুর রহমান। চার দশক ধরে সংখ্যালঘু সমাজের পড়ুয়াদের মেধার পতন রোধে আল-আমীন অনেকটা সফল হলেও এখনও অনেক পথ অতিক্রম বাকিই বলে মনে করে মিশন কর্তৃপক্ষ। কেবলই ক্লাসরুম ও হস্টেলের অপ্রতুলতার কারণে বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর মিশনে পড়াশোনা হয়ে ওঠে না। ১৯৮৭ সালের মাত্র ৭ জন আবাসিক পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজারে পৌঁছেছে।

বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমের প্রবেশিকা পরীক্ষা গত এক দশক আগে থেকে শুরু হলেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা এবং আয়োজনের বিশালতায় বাংলা মাধ্যমের এই পরীক্ষাই মিশনের সবচেয়ে বড় প্রবেশিকা পরীক্ষা। আল-আমীনের নিজস্ব ৩৬ টি শাখা ছাড়াও মিশনের সহযোগী শিক্ষালয়ের ৩-টি অর্থাৎ মোট ৩৯-টি আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ অন্য কোনও প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে নেই। এই পরীক্ষার মাধ্যমে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মিশনে ভর্তির সুযোগ থাকে। এছাড়াও মিশনের পরিচালনায় বছরের বিভিন্ন সময় ইংরেজি মাধ্যমের পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের একাদশ (বিজ্ঞান) শ্রেণি, নিট (ইউজি), ডব্লিউবিসিএস প্রভৃতির প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এবছর প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর হাতে আল-আমীনের তরফে 'সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২৩' তুলে দেওয়া হল। ২০২৩ সালের ছয় শতাধিক নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সফলদের মধ্যে মাত্র ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সংগ্রাম ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী রয়েছে এই পুস্তিকায়। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে এটি রাজ্যের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে বলেই আশা করা যায়। আল আমীনের তরফে দাবি করা হয়, এই পুস্তিকা পাঠে পড়ুয়ারা উৎসাহিত ও উজ্জীবিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজেদের অদম্য লড়াই বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

এতো বড়ো পরীক্ষার সুচারু আয়োজন ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্যে আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম অ্যাডমিশন টেস্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট পুরো টিমকে মুবারকবাদ জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি সমস্ত অভিভাবক অভিভাবিকাদের সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, মিশন শুরু থেকেই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার অকালে পতন রোধে সক্রিয়। আর্থিক প্রশ্নে সব সময়ই বহু দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে আমরা থাকি কিন্তু মেরিট নিয়ে মিশনের নীতি বরাবরই অনমনীয়। কারণ আজকের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় শিক্ষাক্ষেত্রে মেরিটের সঠিক অনুশীলন বিনা সাফল্য অসম্ভব। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন যে, কেবলই এতিম ও ঈমাম সাহেবদের সন্তানদের জন্যে আমরা উভয় ক্ষেত্রেই কিছুটা হলেও সহানুভূতিশীল ব্যতিক্রমী হয়ে থাকি। সেই ধারাবাহিকতায় প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্মে আলাদা করে এতিম কিংবা ঈমামের সন্তান কিনা সেই তথ্য জানার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং নিটের কোচিং মিলিয়ে প্রায় ৭০০ জন এতিম ছাত্র-ছাত্রী এবং বেশ কিছু ঈমাম সাহেবের সন্তান মিশনে পাঠরত। এর সঙ্গে যোগ করে তিনি জানান, গত বছর থেকে এতিম ছেলে-মেয়েদের জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মিশন। দেখা গেছে, পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে যে-সব এতিম পড়ুয়া আল-আমীনে পড়তে আসে, মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও নানা সামাজিক আর পারিবারিক কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অন্যদের থেকে পিছিয়ে থাকে। এই ভাবনা থেকে এতিমদের বিশেষ পর্যবেক্ষণসহ পাঠদানের উদ্দেশ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতেই ভর্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে—যাতে করে পঞ্চম শ্রেণি থেকে মিশনের বিভিন্ন শাখায় গিয়ে তারা বাকি সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমানভাবে দক্ষ হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাস সংলগ্ন আরও এক নতুন ক্যাম্পাসে একটি ছয় তলা ভবন নির্মিত হয়েছে, যার নাম রাখা হয়েছে 'শান্তিনীড়'। দু-শোর বেশি ছাত্র-ছাত্রী এই ভবনে থেকে পড়াশোনার পর অন্যান্য পড়ুয়াদের সঙ্গে আল-আমীন মডেল স্কুল খলতপুর-এ ভর্তি হবে। গত বছর ২২ জন ছাত্র-ছাত্রী শান্তিনীড়ে ভর্তি হয়েছে এবং পড়াশোনা করছে। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে আনন্দের সঙ্গে এরা লেখাপড়া করছে স্নেহ আন্তরিকতা আর মূল্যবোধের স্পর্শ নিয়ে। এতিম অর্থে পিতৃহীন। কিন্তু মাতৃহীন শিশুদের অসহায়তা ও আমাদের অনেককে ভাবায়। এছাড়া রয়েছে আরও বঞ্চিতরা, যারা পিতামাতাহীন—সামাজিক কারণে এরা সকলেই এতিমেরই গোত্রভুক্ত। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে শান্তিনীড়-এ ভর্তির জন্য অনলাইন ও অফলাইনে ফর্ম পূরণ শুরু হয়েছে। ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর। প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে ১৯ নভেম্বর ২০২৩। আজকের এই শুভক্ষণে তিনি আরও বলেন, নিউটাউনে নির্মাণাধীন আল-আমীন মিশন ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এ আগামী বছর ২০২৪ সালেই নিট (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট)-এর প্রবেশিকা পরীক্ষার আবাসিক কোচিং শুরু হচ্ছে ইনশা আল্লাহ্। সঙ্গে থাকছে নবপর্যায়ের ডব্লিউ.বি.সি.এস. কোচিংয়ের ব্যবস্থাও।

উল্লেখ্য, মাধ্যমিক পর্যায়ের এই প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে নভেম্বর ২০২৩-এর প্রথম সপ্তাহে। মিশনের ওয়েবসাইট www.alameenmission.org থেকে ফলাফল জানা যাবে। এছাড়া কেবলই সফল পরীক্ষার্থীদের মোবাইল নম্বরে এসএমএস মারফতও ফলাফল জানানো হবে। ফলাফলেই উল্লিখিত হবে কাউন্সেলিঙের তারিখ এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়াদি প্রভৃতি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত ৪০

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: রবিবার ভোররাতে নারায়ণগড় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উকুনমারির কাছে বাস দুর্ঘটনা! গুরুতর আহত হলেন প্রায় ৪০ জন যাত্রী।

জানা গিয়েছে এদিন একটি পর্যটক বোঝাই বাস উড়িষ্যার পুরি থেকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার উদ্দেশ্যে খড়্গপুর-বালেশ্বর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে রওনা দিয়েছিল। নারায়ণগড়ের উকুনমারির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে উল্টে যায় পর্যটক বোঝাই বাসটি।

দুর্ঘটনায় আহত হন বাসে থাকা প্রায় ৪০ জন যাত্রী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নারায়ণগড় থানার পুলিশ এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়, মকরামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে এক শিশু সহ ৯ জন যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। জানা গেছে, সকলের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ এলাকায়।

যাত্রীরা জানান, গত সোমবার বাড়ি থেকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে দীঘা ও পুরী হয়ে গঙ্গাসাগর যাচ্ছিলাম। মাঝপথে গাড়ির চালক খালাসীকে গাড়ি চালাতে দিলে ঘটে এই দুর্ঘটনা। তবে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার ধারে উল্টে গেল তা এখনও জানা যায়নি।

পুনর্ভবা নদীর জলে বামনগোলার বটতলি গ্রামে 'ভাসছে' ঘর-বাড়ি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পুনর্ভবা নদীর জলে 'ভাসছে' ঘর-বাড়ি। ছেলে-মেয়ে, গবাদি পশু নিয়ে দিন কাটছে খোলা আকাশের নীচে। মালদহের বামনগোলার বানভাসি বটতলি গ্রামে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছলেন ব্লক প্রশাসনের কর্তারা।

এ দিনই ত্রিপল, শুকনো খাবার, পরিস্রুত পানীয় জল নিয়ে পুনর্ভবার জলে প্লাবিত গ্রামগুলিতে যান বামনগোলা ব্লকের জয়েন্ট বিডিও হাসনাত আলি, পঞ্চায়েত সমিতির নারী, শিশু ও ত্রাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ রাজিতা কিস্কু এবং স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা। হাসনাত আলি বলেন, "বটতলির প্রায় ১২ পরিবারকে শুকনো খাবার, পরিস্রুত পানীয় জল, ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে নিয়মিত ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরাও রয়েছেন। তাঁরা স্বাস্থ্য পরিষেবাও দিয়েছেন।" প্রশাসনের দাবি, পুনর্ভবা নদীর জলে বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর, গোবিন্দপুর-মহেশপুর এবং জগদল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৫টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে, চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। পুনর্ভবা নদীর জলে গ্রামের প্রায় ৬৫টি স্থানে রাস্তা কেটে গিয়েছে। ফলে, গ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। হাই স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো সরকারি প্রতিষ্টানও জলের তলায় রয়েছে। এ দিন দুপুরে প্রশাসনের কর্তারা ত্রাণ নিয়ে পৌঁছে মানুষের পাশে দাঁড়ান।

বৃষ্টিতে খাল-বিলে জল জমতেই মাছ ধরার জন্য ভিড় বাসিন্দাদের

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: আশ্বিন মাসের বৃষ্টিতে খালডোবা, নয়নজলিতে জল জমতেই গ্রাম বাংলার সেই চিরাচরিত মাছ ধরার চিত্র আবার দেখা গেল। কেউ মাছ ধরছে তো কেউ মাছ ধরার জাল প্রস্তুত করছে , আবার কারো কারো খাওয়ার তরকারির মতো মাছ ধরাও হয়ে গেছে। এমনই চিত্র লক্ষ্য করা গেল বহরমপুরের নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের গ্রামগঞ্জে।

একটা সময় গ্রামগঞ্জে এই চিত্র প্রতিনিয়ত, প্রতি বছরই দেখা যেত। একাদিকে যেমন খাল-বিল, পুকুর-ডোবা বর্ষায় জলে ভরে গেলে আর আবার শুকিয়ে গেলে গ্রামের মানুষ দল বেঁধে থালা-বাটি নিয়ে মাছ ধরার জন্য নেমে যেত। এ সময় আনন্দ উল্লাসে গ্রামের মানুষ ডোবা, নালা, খাল-বিলের শূন্য পানিতে কাঁদার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তুলে আনত একের পর এক মাছ।

তবে বিগত কিছু বছর ধরে সেই ভাবে বর্ষা না হওয়ায় এই চিত্র প্রায় হারাতে বসেছে গ্রামগঞ্জে। আবার সেই জন্য বিভিন্ন ধরনের মাছেরও দেখা মেলে না আর। অন্যদিকে ছোটখাটো বন্যা হলে চাষীদের কিছুটা ক্ষতি হলেও জমিতে পলি পড়ে উর্বর হতো। কিছুটা ক্ষতি হলেও পরের থেকে জমিতে ফসল দ্বিগুণ হতো।

এবারে আশ্বিন মাসে গরম থাকলেও মোটামুটি শুরু হয়েছে বৃষ্টি , আর এই বৃষ্টির ফলে মাঠে-ঘাটে খালডোবা পুকুরে সামান্য জল ভর্তি হতে গ্রামগঞ্জের মানুষের দল বেঁধে মাছ ধরার সে চিত্র ফুটে উঠল আলোকচিত্রের ক্যামেরায়। এমনই চিত্র দেখা গেল মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে। কেউ বৃত্তি নিয়ে মাছ ধরছে তো, কেউ ফাঁদ জাল নিয়ে, আবার কেউ কেউ মাছ ধরার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অনেকে জানাচ্ছে ইতিমধ্যে মাছ ধরে খাওয়ার মত তরকারিও হচ্ছে । বিগত দিনের সেই দৃশ্য আবার ফিরে আসায় রীতিমতো খুশি গ্রাম বাংলার মানুষ।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত তিন শিশুর পরিবারকে নিয়ে দিল্লি রওনা তৃণমূল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত তিন শিশুর পরিবারের সাথে দেখা করে তাঁদের সাথে নিয়ে দিল্লি রওনা দিলেন শান্তনু সেন ও সায়ন্তিকা ।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত তিন শিশুর পরিবারের সাথে দেখা করে ওই তিনটি পরিবারের পাঁচ জনকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি রওনা দিলেন তৃনমূল সাংসদ শান্তনু সেন ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে বকেয়ার দাবীতে তৃনমূলের আন্দোলনে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গতকাল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বোড়ামারা গ্রামে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় তিন শিশুর। আজ সকালে বোড়ামারা গ্রামে গিয়ে মৃত তিন শিশুর পরিবারের সাথে দেখা করে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান সাংসদ শান্তনু সেন ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে মৃত শিশুদের পরিবারের সদস্যদের বোঝানোর চেষ্টা করেন শান্তনু সেন ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে মৃত শিশুদের পরিবার দিল্লি যেতে রাজী হয়নি।

দীর্ঘক্ষণ ধরে বোঝানোর পর অবশেষে মৃত তিন শিশুর পাঁচ সদস্যকে নিয়ে রওনা দেন শান্তনু সেন ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। মর্মান্তিক এই ঘটনার দায় পুরোপুরি কেন্দ্রের সরকারের কাঁধে তুলে শান্তনু সেন ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কাউকে জোর করে নয় মৃতদের পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই দিল্লির আন্দোলনে সামিল হয়ে এ রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছেন। তাই তাঁদের দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কৃতি ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদহের মোথাবাড়ীর প্রত্যন্ত এলাকা বাঙ্গীটোলা কাশিমবাজারে ২০১২ সাল থেকে চলে আসছে ন্যাশনাল কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নামে এক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এদিন রবিবার বাঙ্গীটোলা অঞ্চলের অনুষ্ঠান ভবনে এই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের এওয়ার্ড ও সার্টিফিকেট প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঙ্গীটোলা অঞ্চলের প্রধান মাহিদুল ইসলাম, শিক্ষক দেবাশীষ ঘোষ, এই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হল রাজারহাটে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● রাজারহাট

আপনজন: : রবিবার সত্যেন মৈত্র স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটে। পাথরঘাটা অঞ্চলের "ছাপনা কল্যাণ - শক্তি বৃত্তি জনশিক্ষা কেন্দ্র"-এর সভা গৃহে অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে "সত্যেন মিত্র জনশিক্ষা সমিতি।" এদিন ছিল সংগঠক সত্যেন মৈত্র-র ৭৬ তম জন্মদিন। এদিনের স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল "নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতা।" প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তৃতা রাখেন প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক আফরোজা খাতুন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ড. সন্দীপ পান্ডে। সভাপতিত্ব করেন জ্যাংড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কল্যাণময় ভট্টাচার্য। সভা সঞ্চালনা করেন সত্যেন মিত্র জনশিক্ষা সমিতির পত্রিকা সম্পাদক পার্থ দে। উপস্থিত ছিলেন সত্যেন মিত্র জনশিক্ষা সমিতির সম্পাদক রাজীব দত্ত। ছাপনা কল্যাণ-শক্তি জনশিক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধায়ক মাফুজা বিবি। দেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি শেখ রাহানাতুল্লা প্রমুখ।

রক্তদান শিবির

রবিবার ডিওয়াইএফআই ভবানীপুর আঞ্চলিক কমিটির ৭১ নম্বর ওয়ার্ডে একটা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শহিদ এ আজম ভগৎ সিং এর জন্মদিনে উপলক্ষে রক্তদান শিবিরে ৪৭ জন রক্তদান করায অভিনন্দন জানা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ভিকি রায়।

ছবি ও তথ্য: নুরুল ইসলাম খান

৯৬ মিনিটের আত্মঘাতী গোলে লিভারপুলের হার

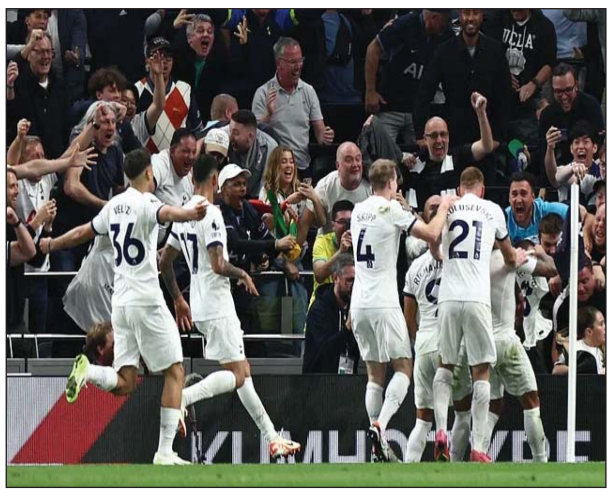

আপনজন ডেস্ক: ২৬ মিনিটে ১০ জন আর ৬৯ মিনিটে নয়জনে পরিণত হয়েছে লিভারপুল। মাঝে লুইস দিয়াজের একটি গোল বাতিল হয়েছে অফসাইডে। এত কিছুর পরও টটেনহামের মাঠ থেকে এক পয়েন্ট তুলে নেওয়ার পথে ছিল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।
কিন্তু দিনটি আসলে লিভারপুলের ছিল না। নইলে ম্যাচের ৯৬ মিনিটে পেদ্রো পোরোর ক্রস প্রতিহত করতে গিয়ে নিজের জালেই কেন বল পাঠিয়ে দেবেন জোয়েল মাতিপ। শেষ বাঁশির ক্ষণিক আগে মাতিপের ওই আত্মঘাতী গোলেই টটেনহামের মাঠে ২-১ ব্যবধানে হেরে গেছে লিভারপুল। এই হারে ক্লপের দল পয়েন্ট তালিকার চার নম্বরে নেমে গেছে তো বটেই, টানা ১৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার ধারায়ও ছেদ পড়েছে। ম্যাচের ২৬ মিনিটে ইয়েভেস বিসোউমাকে ট্যাকল করায় হলুদ কার্ড দেখেন কার্টিস জোনস। তবে রিপ্লে দেখে ইংলিশ মিডফিল্ডারকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। এরপর দিয়াজ টটেনহামের জালে বল পাঠালেও অফসাইডে তা বাতিল করা হয়। ৩৬ মিনিটে টটেনহাম এগিয়ে যান সন হিউং-মিনের গোলে। তবে বিরতির আগে সেই গোল শোধ করেন গাকপো। টটেনহামের হয়ে সন আরেকবার বল জালে অফসাইডের পতাকায় বেঁচে যায় লিভারপুল। ম্যাচের ৬৯ মিনিটে বদলি নামা দিয়োগো জোতা দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখলে ৯ জনের দলে পরিণত হয় লিভারপুল। টটেনহাম অবশ্য দুজন খেলোয়াড় বাড়তি পাওয়ার সুবিধাও কাজে লাগাতে পারছিল না। ম্যাচের ৯৬ মিনিটে পোরোর ক্রস বক্সের সামনে যাওয়া রুখে দিতে গিয়ে নিজেদের জালে বল পাঠিয়ে দেন মাতিপ। নাগালে থাকা এক পয়েন্ট মুহূর্তেই 'নাই' হয়ে যায় লিভারপুলের জন্য।
লিভারপুলের এই হারে দিনের শুরুতে হেরেও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ৭ ম্যাচ শেষে সিটির পয়েন্ট ১৮। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে টটেনহাম দুইয়ে, সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে আর্সেনাল। আর লিভারপুলের অবস্থান ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চারে।

শাদাবের মনে হচ্ছে, ভারতে নয় পাকিস্তান রাওয়ালপিন্ডিতে খেলছে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ খেলতে রওনা হওয়ার আগে ভেন্যু নিয়ে একটি প্রত্যাশা জানিয়ে রেখেছিলেন পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার শাহিন আফ্রিদি—ভারতের কন্ডিশন পাকিস্তানের মতো হবে! ভারতে পা রেখে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে খুশিও হয়েছেন বাবর আজমরা। এরই মধ্যে ভারতের মাটিতে একটি অনুশীলন ম্যাচ খেলে ফেলেছে পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ডের কাছে সেই ম্যাচে ৩৪৫ রান তুলেও বাবরের দল হেরেছে ৫ উইকেটে। এরপরও পাকিস্তান দলে একটা স্বস্তি। হায়দরাবাদে সেই ম্যাচে যে তারা পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির কন্ডিশন অনুভব করেছে!
প্রস্তুতি ম্যাচটির পর শাদাব সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'ভারতের কন্ডিশন এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের মতোই মনে হয়েছে। সর্বশেষ প্রস্তুতি ম্যাচে, এমনকি আমাদের মনে হয়েছে যে রাওয়ালপিন্ডিতে খেলছি।'
ভারতে বিশ্বকাপ জিততে কোন দলকে কী করতে হবে, এ নিয়েও কথা বলেছেন শাদাব। বিশ্বকাপ জয়ের মন্ত্র হিসেবে শাদাব কী বলেছেন, শোনা যাক তাঁর কণ্ঠেই, 'আমি মনে করি, যে দলের বোলিং ভালো, তারাই এখানে বিশ্বকাপ জিতবে। কারণ, এখানকার কন্ডিশনে ফ্ল্যাট উইকেট থাকবে এবং বাউন্ডারি ছোট।'
শাদাব এরপর পাকিস্তানের সম্ভাবনা নিয়ে বলেন, 'আমাদের বিশ্বমানের বোলার আছে। আমি মনে করি, চ্যাম্পিয়ন হতে হলে আমাদের বোলারদের সত্যিকার অর্থে খুব ভালো বোলিং করতে হবে।'
বিশ্বকাপে আসার আগে খুব একটা ছন্দে ছিলেন না শাদাব। সর্বশেষ ৮ ওয়ানডের ৬ ইনিংসে ব্যাটিং করেছেন পাকিস্তানের অলরাউন্ডার শাদাব। এই ছয় ইনিংসে মাত্র ১০৩ রান করেছেন তিনি। উইকেট নিয়েছেন ১০টি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে ১৬ রান করেছেন, বোলিং করেননি।
নিজের ফর্ম নিয়ে শাদাব বলেছেন, 'আমার সাম্প্রতিক ফর্ম খুব একটা ভালো নয়। তবে (এশিয়া কাপের পর) আমি অনেক বিশ্রাম নিয়েছি। অনেক ক্রিকেট খেললে আপনি মানসিক দিক থেকে একটু বিধ্বস্ত থাকবেন এবং পারফর্ম করতে পারবেন না।' শাদাব এরপর যোগ করেন, 'নিশ্চিত করেই স্কিলের বিষয় আছে। তবে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম পাওয়ায় আমি মানসিক সমস্যাটা কাটিয়ে উঠেছি। আর যা হয়ে গেছে, তা এখন অতীত।'

বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হতে পারেন যে ৬ বোলার

আপনজন ডেস্ক: দেখতে দেখতে বিশ্বকাপ শুরুর মাস অক্টোবর চলেই এল। আর ৪ দিন পরেই ভারতে বসতে চলেছে ক্রিকেট মহাযজ্ঞ। উইজডেনের চোখে যে ৬ বোলার বিশ্বকাপে সবচেয়ে উইকেট নিতে পারেন, তাঁদেরই নিয়েই এ আয়োজন—

কুলদীপ যাদব (ভারত)
চোট ও ছন্দহীনতা মিলিয়ে বেশ কিছুদিন ভারতীয় দলের বাইরে ছিলেন কুলদীপ যাদব। তবে সেরে ওঠার পর কুলদীপ যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। ভারতের এই 'চায়নাম্যান' নিজের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে দৃশ্যমান অনেক কাজ করেছেন। বিশ্বকাপে অংশ নিতে চলা দলগুলোর মধ্যে এ বছর ওয়ানডে তাঁর উইকেটসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি (৩৩ উইকেট)। ফাইনালে শ্রীলঙ্কা মাত্র ৫০ রানে গুটিয়ে যাওয়ার দিনে বোলিং করতে পেরেছেন শুধু ১ ওভার। তবু এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিদের তালিকায় ছিলেন তিনে (৯ উইকেট)। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিও জুটেছে। বিশ্বকাপেও মাঝের ওভারগুলোতে তিনি ভারতের 'ট্রাম্প কার্ড' হতে পারেন।

শাহিন আফ্রিদি (পাকিস্তান)
২০১৯ সালে নিজের প্রথম বিশ্বকাপের সময় একেবারেই তরুণ ছিলেন। পাকিস্তানের একাদশে ছিলেন ৫টি ম্যাচে। এতেই নিয়েছেন ১৬ উইকেট। বাংলাদেশের বিপক্ষে ৩৫ রানে ৬ উইকেট নিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন। সেটাই হয়ে যায় পাকিস্তানের বিশ্বকাপ ইতিহাসে সেরা বোলিং ফিগার। ৪ বছর পর সেই শাহিন আফ্রিদি দলের প্রধান ফাস্ট বোলার। নাসিম শাহ চোটে পড়ে বিশ্বকাপ দল থেকে ছিটকে পড়ায় বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে আফ্রিদিকে। ফুল লেংথ সুইংয়ে শুরুতেই উইকেট তুলে নিতে সিদ্ধহস্ত তিনি। ডেথ ওভারে পিন পয়েন্ট ইয়র্কারগুলো ব্যাটসম্যানকে আরও বেকায়দায় ফেলে। এখন পর্যন্ত ৪৪ ওয়ানডে খেলে ২৩.৩৬ গড়ে ৮৬ উইকেট নিয়েছেন।

মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া)
এ বছর মাত্র ৪টি ওয়ানডে খেললেও বিশ্বকাপ প্রস্তুতিটা যে মন্দ হচ্ছে না, সেটা গত রাতেই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আগের দুই বিশ্বকাপে স্টার্কই ছিলেন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। ২০১৫ সালে ট্রেন্ট বোল্টের সঙ্গে যৌথভাবে (২২ উইকেট), ২০১৯ সালে এককভাবে (২৭ উইকেট)। দুটি বিশ্বকাপ খেলেই সবচেয়ে বেশি উইকেট পাওয়া বোলারদের তালিকায় সেরা পাঁচে উঠে এসেছেন স্টার্ক। মাত্র ১৪.৮১ গড় আর ৪.৬৪ ইকোনমি রেটে নিয়েছেন ওই ৪৯ উইকেট। ইনিংসে সবচেয়ে বেশি তিনবার ৫ উইকেট নেওয়ার বিশ্বকাপ রেকর্ডটাও স্টার্কের।

যশপ্রীত বুমরা (ভারত)
যশপ্রীত বুমরার মতো ফাস্ট বোলার পাওয়াকে ভারত আশীর্বাদ হিসেবে দেখতেই পারে। তাঁর অনুপস্থিতি দলকে কতটা ভোগায়, সেটা গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই দেখা গেছে। পিঠে অস্ত্রোপচারের কারণে প্রায় ১১ মাস মাঠের বাইরে ছিলেন। গত আগস্টে ৩২৭ দিন পর ভারতের জার্সিতে খেলতে নেমেই হয়েছিলেন ম্যাচসেরা। তখন থেকে পূর্ণোদ্যমে বোলিং করছেন। তবে এই বিশ্বকাপ মাথায় রেখেই খেলেছেন বেছে বেছে। এ বছর যে ৫টি ওয়ানডে খেলেছেন, সেখানে বোলিং কোটা পূরণ করেছেন মাত্র দুবার। নিয়েছেন ৮ উইকেট। ২০১৯ বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছিলেন বুমরাই (১৮)।

ট্রেন্ট বোল্ট (নিউজিল্যান্ড)
বাংলাদেশে আসার আগে ইংল্যান্ড সফরেও খেলেছেন ২টি ওয়ানডে। সেই ২ ম্যাচেই নিয়েছেন ৮ উইকেট। ২০১৫ বিশ্বকাপে স্টার্কের সঙ্গে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি (২২ উইকেট) ছিলেন। ২০১৯ সালে নিয়েছিলেন ১৭ উইকেট, যা ওই বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বয়স ৩৪ পেরিয়েছে। স্টার্কের মতো বোল্টেরও এটা শেষ বিশ্বকাপ হতে পারে। আইপিএল খেলার ঢের অভিজ্ঞতা থাকায় এবারের বিশ্বকাপেও বোল্টকে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিদের তালিকায় রাখতেই হচ্ছে।

মোহাম্মদ সিরাজ (ভারত)
আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বরে থেকে বিশ্বকাপ খেলতে নামছেন কোন বোলার, জানেন নিশ্চয়। মোহাম্মদ সিরাজ—একসময় আইপিএলে দেদার রান বিলানোর জন্য যাঁকে নিয়ে ট্রল হতো, সেই বোলারই এখন অন্যদের ছাড়িয়ে শীর্ষে! বল হাতে সিরাজ কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন, সেটা তো সর্বশেষ এশিয়া কাপ ফাইনালেই দেখা গেছে। সেদিন ২১ রানে ৬ উইকেট নিয়ে রেকর্ড বইয়ে ঝড় তুলেছেন ২৯ বছর বয়সী পেসার। এ বছর ওয়ানডেতে ফাস্ট বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেট তাঁর (৩০)। ৫ ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়ে এশিয়া কাপে ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। বাংলাদেশের বিপক্ষে বিশ্রামে না থাকলে অথবা পাকিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচটা বৃষ্টিতে পণ্ড না হলে হয়তো এশিয়া কাপেও সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক হতেন। এবার বিশ্বমঞ্চে তাঁর প্রমাণের পালা।

বিশ্বকাপে ভারত ফেবারিট: মরগান

আপনজন ডেস্ক: ভারত বিশ্বকাপ যখন দুয়ারে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে, তখন কারও কারও মন নিশ্চয়ই ফিরে যাচ্ছে চার বছর আগের সেই পাগলাটে ফাইনালে।
সেদিন ১০০ ওভারের মূল লড়াইয়ের পর সুপার ওভারেও ম্যাচ শেষ হয় সমতায়। এরপর নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শুধু বেশি বাউন্ডারি মারার কারণে। সেই ফাইনালের পর এভাবে ফল নির্ধারণ সঠিক কি না, তা নিয়েও হয়েছে বেশ আলোচনা-সমালোচনা।
চার বছর পর ঠিক একই ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আরেকটি বিশ্বকাপ—১০ দল, রাউন্ড-রবিন লিগ সবকিছুই এক। শুধু বদলে গেছে একটি নিয়ম। যে নিয়মে অবিশ্বাস্য এক হারের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল কিউইদের। অর্থাৎ এবার আর যা-ই হোক, অন্তত বাউন্ডারি বেশি মারার কারণে বিশ্বকাপ জিততে পারবে না কোনো দল। ম্যাচের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চলবে সুপার ওভার। তাতে অবশ্য ইংল্যান্ডের এখন আর মন খারাপ হওয়ার কথা নয়।
ইংল্যান্ডকে শিরোপা এনে দেওয়া অধিনায়ক এউইন মরগান ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন নিয়ম পরিবর্তন নিয়ে তাঁর আপত্তি নেই। খেলাকে আরও ন্যায্য করতে যেকোনো পরিবর্তন মেনে নিতে রাজি আছেন সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক।
সাক্ষাৎকারে ভারত বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সম্ভাবনা ও বিশ্বকাপ জয়ের পথে কারা ফেবারিট, তা নিয়েও কথা বলেছেন আইরিশ বংশোদ্ভূত সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার। নিয়মের পরিবর্তন নিয়ে মরগান বলেছেন, 'আমি পরিবর্তনের বিপক্ষে নয়। আমার মনে হয়, সবকিছু বিকশিত হতে পারে। খেলাটিকে আরও উন্নত করতে এবং সমতা বজায় রাখতে যেকোনো কিছু হতে পারে।'
গত বছর ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন মরগান। এবার তাই নির্ভার হয়ে উপভোগ করতে পারবেন বিশ্বকাপ। মূলত তাঁর হাত ধরেই ২০১৫ বিশ্বকাপের পর বদলে গিয়েছিল ইংল্যান্ড দল। সে সময়ের লক্ষ্যের কথা জানাতে গিয়ে মরগান বলেছেন, '২০১৯ বিশ্বকাপ সব সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল।'
বিশ্বকাপ জিতে নিজের স্বপ্ন পূরণ হলেও বর্তমান ইংল্যান্ড দল নিয়েও দারুণ আশাবাদী মরগান।
ইংল্যান্ডের বর্তমান দলটি কতটা শক্তিশালী, তা বোঝাতে গিয়ে মরগান বলেছেন, 'ইতিবাচক ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমান দলটির শক্তির গভীরতা এখন ভিন্ন স্তরে। আমি আসলেই বিশ্বাস করি যে আমরা চাইলে দুটি দল দিতে পারি যারা সেমিফাইনালের জন্য লড়তে পারে এবং যার একটি গিয়ে শিরোপা জিততে পারে।' একাদশে যাঁরা সুযোগ পাবেন না, তাঁদেরও দারুণ কিছু করার সামর্থ্য আছে বলে মন্তব্য করেছেন মরগান।
সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপের ফেবারিট দলের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ভারতকে এগিয়ে রেখেছেন মরগান, 'এশিয়া কাপের আগেও ভারত ফেবারিট ছিল। এমনকি যশপ্রীত বুমরা চোট থেকে সেরে ওঠার আগেও তারা ফেবারিট ছিল। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে তারা দারুণ মোমেন্টামও পেয়েছে। অন্য দলগুলোর তুলনায় তাদের প্রস্তুতি বেশ মসৃণভাবে হয়েছে। তাদের বড় চ্যালেঞ্জ হবে একাদশ বাছাইয়ে। তারা কি বেশি স্পিনার নিয়ে খেলবে নাকি অলরাউন্ডার বেশি খেলাবে, সেটিই হবে দেখার বিষয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, ঘরের মাঠে ফেবারিট হওয়ার চাপ তারা কীভাবে সামলাবে, সেটি দেখা। তবে আমার মনে হয় তারা সেটা পারবে। তারা ২০১১ সালে সেটা করে দেখিয়েছে।'

মেসি-রোনাল্ডোর লড়াই এবার দেখা যেতে পারে চিনে

আপনজন ডেস্ক: এ মাসের শুরুতে এক সাক্ষাৎকারে লিওনেল মেসির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষের ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সিআর সেভেন বলেছিলেন, 'দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হয়েছে। এটা ভালোই ছিল, দর্শকেরা পছন্দ করতেন। রোনাল্ডোকে যাঁরা পছন্দ করেন, তাঁদের মেসিকে ঘৃণা করতে হবে না, কিংবা এর উল্টোটা। আমরা ভালোই করেছি, ফুটবলের ইতিহাস পাল্টেছি।'
রোনাল্ডো যতই ঘোষণা দেন, সমর্থকেরা তবু লড়ে যাচ্ছেন একে অপরের পক্ষে-বিপক্ষে দাঁড়িয়ে। এমনকি লিগগুলো এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলোও এ দুজনকে একসঙ্গে মাঠে নামানোর সুযোগ খুঁজতে থাকে। এবার নাকি তেমনই এক উদ্যোগ নিয়ে সামনে এসেছে আন্তর্জাতিক এক বিপণন কোম্পানি। যারা চেষ্টা করছে আল নাসর এবং ইন্টার মায়ামিকে নিয়ে চিনে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের।
এই ম্যাচ দিয়ে ফের একে অপরের মুখোমুখি হবেন মেসি ও রোনাল্ডো। সৌদি সাংবাদিক আলি আবদুল্লাহর বরাত দিয়ে খবরটি প্রকাশ করেছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা। একই খবর নিশ্চিত করেছেন আরেক সৌদি সাংবাদিক আলি আল এনেজিও। মূলত মেসি-রোনাল্ডোকে মুখোমুখি করে সমর্থকদের রোমাঞ্চ উপহার দেওয়ার পাশাপাশি বড় অঙ্কের অর্থ ঘরে তুলতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।
বিশ্বকাপের পর গত জানুয়ারিতে সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছিলেন মেসি-রোনালদো। রিয়াদে সেই প্রীতি ম্যাচে মেসির ক্লাব পিএসজির প্রতিপক্ষ ছিল রোনাল্ডোর রিয়াদ অল স্টার। আরব্য রজনীর সেই রূপকথার লড়াইয়ে সব মিলিয়ে গোল হয়েছিল ৯টি। যেখানে মেসির দল শেষ পর্যন্ত জিতেছে ৫-৪ গোলে। সে রাতের রোমাঞ্চ আবারও ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা মেসি-রোনাল্ডোর সমর্থকদের মধ্যে তৈরি করেছে নতুন উদ্দীপনা।
রোনাল্ডোর মুখোমুখি হওয়ার আগে মেসির সমর্থকদের চাওয়া, প্রিয় তারকা যেন দ্রুত মাঠে ফিরে আসেন। আন্তর্জাতিক বিরতির সময় থেকে চোট ও ক্লান্তিতে বেশ নাকাল হয়ে আছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকা। হিউস্টন ডায়নামোর বিপক্ষে ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে দর্শক হয়ে থাকতে হয়েছে মেসিকে। এমনকি কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, তা-ও নিশ্চিত নয়।

বৃষ্টির কারণে স্থগিত রাজ্য স্তরের অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: 'অ্যাথলেটিক কোচস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'-এর উদ্যোগে আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা - ২০২৩ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১লা অক্টোবর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে বৃষ্টির কারণে স্থগিত রাখা হলো রাজ্য স্তরের ওই অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা। সংস্থার পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানানো হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অশোকনগর কল্যাণগড় সুহৃদ সংঘের আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রথম সারির শতাধিক অ্যাথলেটদের অংশগ্রহণ কারার কথা থাকলেও নিরবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির কারণে, খেলার মাঠ খেলোয়াড়দের অনুকূলে না থাকায় আপাতত প্রতিযোগিতাটি স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছেন আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক ইসমাইল সরদার। তিনি আরও বলেন, সুহৃদ সংঘের যে মাঠে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে সেই মাঠের মুখ্য প্রশিক্ষক বাসুদেব ঘোষ, এবং এই প্রতিযোগিতার যুগ্ম আহ্বায়ক স্বপন দত্ত সহ ঊর্ধাতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তী দিন ধার্য করে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে 'এসিএবি'র ভারপ্রাপ্ত সচিব অরুণ সাহা বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যে যারা নাম নথিভুক্ত করেছে, পরবর্তী দিনেও তাদের নাম নথিভুক্ত থাকবে । আলাদা করে আর নাম নথিভুক্ত করার প্রয়োজন হবে না । প্রসঙ্গত, ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাথলেটিকসের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবার অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার স্বীকৃত 'এসিএবি।' প্রতিযোগিতায় রাখা হয়েছিল লংজাম্প এবং সর্ট পার্ট দুটি ইভেন্টে ১৮ অনূর্ধ্ব এবং ১৮ ঊর্ধ বয়সের দুটি বিভাগে প্রতিযোগী প্রতিযোগীনিদের পৃথক ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ।

বার্সেলোনাকে টপকে শীর্ষে রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: বল দখল কিংবা আক্রমণ-দুই ক্ষেত্রেই রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পায়ে পায়ে লড়াই করলো জিরোনা এফসি। তবে কার্যকরী অ্যাটাকে বড় জয় তুলে নিলো রয়্যাল হোয়াইটরা। শনিবার রাতে মন্টিলিভি স্টেডিয়ামে স্প্যানিশ লা লিগার ম্যাচে স্বাগতিক জিরোনাকে ৩-০ গোলে হারায় লস ব্লাঙ্কোরা। এই জয়ে বার্সেলোনাকে পেছনে ফেলে লীগ টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করে রিয়াল মাদ্রিদ। এক ম্যাচ আগেও স্প্যানিশ লা লিগা টেবিলের তৃতীয় স্থানে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। জিরোনার মুখোমুখি হওয়ার আগে ৭ ম্যাচে ৬ জয় এবং ১ হারে ১৮ পয়েন্ট ছিল গ্যালাটিকোদের। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ছিল জিরোনা। আর ২০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিল বার্সেলোনা। জিরোনাকে হারিয়ে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এক ধাপ করে পিছিয়েছে বার্সেলোনা ও জিরোনা। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ১৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ইংলিশ তারকা জুড বেলিংহ্যামের অ্যাসিস্টে গোলটি করেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার হোসেলু। ২১তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান অরলিয়েন চুয়ামেনি। জার্মান মিডফিল্ডার টনি ক্রুসের পাসে বল পেয়েছিলেন এই ফরাসি ফুটবলার। ৭১তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন বেলিংহ্যাম। ৯০+৪তম মিনিটে দশ জনের দলে পরিণত হয় রিয়াল মাদ্রিদ। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে কড়া ট্যাকল করায় লাল কার্ড দেখেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো। ম্যাচ শেষে দলের পারফরম্যান্সে সন্তোষ প্রকাশ করেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তিনি বলেন, 'ছেলেরা ভালো খেলেছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**